দাগোলামের পাপময় চিরকলুষিত, হিংসাপূর্ণ অন্তরের দুষ্ট দুরাশাও সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ করিয়া দিল।

মীর সাহেব উঠিয়া যাইবার সময়, দেবীপ্রসাদকে, ডাকিয়া একটু গোপন-ভাবে চুপে চুপে বলিলেন, এখনই ৮০।৯০ জন লাঠিয়াল জোগাড় করিয়া, যত শীঘ্র হয়, শালঘর মধুয়ার কুঠীতে পাঠাইয়া দেও। বিশেষ দরকার—সাহেবেরও বিশেষ অনুরোধ।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

বিলাতী-বুদ্ধি।

উভয় পক্ষেরই গুপ্ত সন্ধানী, চর অনুচর, খবুরে,—সকলি আছে। সুন্দর-পুরের খবর, কুঠীতে আসিতেছে, কুঠীর খবর সুন্দরপুরে যাইতেছে। সাধা-রণের মনে বিশ্বাস, যে প্যারীসুন্দরী কিছুতেই কেনীকে ছাড়িবেন্ না। হাজার টাকা! কথার কথা—কেনীর মাথার মূল্য এখন হাজার টাকা। যে ঐ মাথা সুন্দরপুরে লইয়া দিতে পারিবে, সেই ঐ টাকা পাইবে। মেম্-সাহেবকে চান—চাকরাণীর জন্য। সাড়ী পরাইয়া, হাতে বালা দিয়া মনের মত জব্দ করিবেন, দেশের লোককে দেখাইবেন। কিন্তু কেনীর কম পাত্র নহে, সেও প্যারীসুন্দরীকে কুঠীতে লইয়া যাইবার যোগাড়ে আছে। কি কাণ্ড। ভয়ানক ব্যাপার। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে?—আপন কথাই আপন মুখে প্রায় লোকের ঠিক্ থাকে না।—বিশেষ বাঙ্গালী। পরের কথায়, কত কথাই যে, বাতাসের আগে অগে দৌড়িয়া যাইতে থাকে তাহার সীমা করা কঠিন।

বেলা দুই প্রহর ৪টা। মিসেস কেনী এবং কেনী, উভয়ে দ্বিতল গৃহের উপরের হলে, আজ বড়ই মিসামিসী ঘেঁসাঘেসী। সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের গোলা-কার ক্ষুদ্র টেবিল—টেবিলের উপরে টম্লট পূর্ণ এক্সা ব্রাণ্ডি। সোডাওটারে মিশ্রিত, এখনও গ্লাসের নিম্নভাগ হইতে বুদ্‌বুদ উঠিতেছে, এক্সার রঙ্গ ক্রমশই ফিকা হইতেছে।

কেনী পা চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। দুই তিন পাক ফিরিয়া একটু

ব্রাণ্ডি মুখে দিতেছেন। কিন্তু মস্তক চিন্তার কার্য্য ভুলে নাই।—কেনীর মস্তক এইক্ষণ বিশেষ একটা চিন্তায় চিন্তিত রহিয়াছে। অবশ্যই কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্যই চিন্তা-দেবীকে স্মরণ করা হইয়াছে। ব্রাণ্ডির ঢোকে ঢোকে, মনগত ভাবের, উদয় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমে কেনী চিন্তা করিয়া তাহার দোষ গুণ সমালোচনার জন্যেই মস্তিষ্কের সহিত কার্য্য-বিবরণের আলোচনা হইতেছে। মনের একাগ্রতা, চিন্তার বেগ বৃদ্ধি, ভাল মন্দ বিচার, পরিণাম এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনার জন্যই বোধ হয় অল্প মাত্রায়, ব্রাণ্ডি সেবনে মন দিয়াছেন। কারণ ব্রাণ্ডি যে মস্তকে যাহা পায়, তাহাই বৃদ্ধি করে।

মিসেস কেনীও কিছু গরমেই আছেন। অন্য টেবিলে, সেরীর বোতল খোলা রহিয়াছে।—পিয়ানোর সহিত সুর মিশাইয়া, স্বামী সোহাগিনী, গান ধরিয়াছেন, আবশ্যক মত সেরীর স্বাদ লইয়া রমণী-হৃদয়, প্রফুল্ল করিতে-ছেন। স্বামী স্ত্রী এক কক্ষে—আনন্দময়ী মদিরা সম্মুখে। স্ত্রীকণ্ঠে গীত। হস্তে বাদ্যযন্ত্র। সুরঞ্জিত, এবং সুসজ্জিত দ্বিতল গৃহ। সুখসেব্য সামগ্রী খাদ্যাদি প্রচুর—ভাণ্ডার পূর্ণ।—সুখের একশেষ। কিন্তু এ সুখ-সময়ে বিলাতী দম্পতীর বদন মণ্ডলে প্রফুল্লতার বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। উভয়েই আমোদ প্রমোদে, মনের সুখে আছেন বটে—কিন্তু আন্তরিক নহে।—ভাবে বোধ হইল যেন উভয়েরই দুরন্ত শত্রু সময়, প্রয়োজন ও কার্য্য গতিকে, নিতান্ত আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয়, মূল্যবান সময়কেও লোকে শত্রু মনে করে, ইহা মিথ্যা নহে। সেই অমূল্য সময়, এইক্ষণে ইহাঁদের পক্ষে নিতান্তই বিষম ও কষ্টকর বোধ হইতেছে।—কারণ আছে!

মেঃ কেনীর চিন্তা অন্য প্রকারের। চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে গোলযোগ। যশোহরে, মাগুরায়, পাবনায়, এই তিন জেলা মাখিঁয়া মোকদ্দমা। আদালত ফৌজদারী। নড়ালের রামরতন রায়, নলডাঙ্গার রাজা, পাংশার ভৈরব বাবু, আরও কত জমিদার, তালুকদার সহিত কত গোলযোগ। সকলের উপর সুন্দরপুর। মেম সাহেবকে লইয়া সাড়ী পরাইবে। বড় শক্ত কথা। আবার নিজের মাথার কথাটাও কম নহে। কোন দিক রক্ষা করিবেন।

মেম সাহেবের বিশ্বস্ত খানসামা ত্রস্তে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—"হুজুর" পাবনার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে।

মেম সাহেব পিয়ানো ফেলিয়া মহাব্যস্তে বাদ্য-আসন হইতে উঠিলেন। তাড়াতাড়ী নীচে যাইয়া পাবনার পত্র লইলেন। নীচের তালাতেই পত্রের লেপাফা খোলা হইল। এক লেপাফায় ছোট বড় দুই খানি কাগজ, ছোট কাগজ খানা পাকেট পূরিয়া পত্র হস্তে কেনীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কেনী টমলট্ খালী করিয়া পুনরায় ব্রাণ্ডি ঢালিতেছেন। পাবনার পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা প্রযুক্ত ব্রাণ্ডিতে সোডাওয়াটার না মিশাইয়াই যত পারিলেন পান করিয়া, মিসেস্ কেনীর বাম স্কন্ধে বাম হস্ত রাখিয়া পত্র খানির আগা গোড়া ২। ৩ বার মনে মনে পাঠ করিলেন। মুখে কথঞ্চিত হরিষের লক্ষণ দেখা দিল। বোধ হয় কোন সুখবর।

সোনাউল্লা খানসামা বিশ্বাসী ও চতুর। সময়ে রাগী ও ধীর। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিশ্বাসী, কেনী সোনাউল্লাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপে চুপে কি কি বলিয়া দিলেন। কেনী যে দিন বেশীমাত্রায় ব্রাণ্ডি চড়াইতেন, সে দিন বিষয়াদীর কাজ আফিসে গিয়া করিতেন না। এমন কি উপর তালা হইতে কিছুতেই নীচে নামিতেন না। যদি কথা প্রকাশ হইত যে সাহেব আজ্ ব্রাণ্ডির বোতল খুলিয়াছেন, তবে কুঠী সমেত নীরব। কাহার মুখে উচ্চ কথাটী বাহির হইত না। ভয়ে সকলের প্রাণ কাঁপিত। কেনীর আদেশ ছিল যে আমোদের সময় কোন আমলা তাঁহার সম্মুখে না যায়। মেম সাহেবের পিয়ানোর আওয়াজ, আর গলার মিহি সুর শুনিয়াই কার্য্যকারকগণ বুঝিয়াছিলেন যে, আজ্ আমোদের দিন। আমাদেরও ছুটী। কেহ দাবায়, কেহ পাসার খ্যালে বসিলেন কেহ অন্য আমোদে মন দিলেন।

ক্রমে দিনমণি অস্ত—সম্পূর্ণ অস্ত। ঘোর সন্ধ্যা। কোথাও লণ্ঠন জ্বলিল, কোথাও প্রদীপ দেখা দিল। কোথায় কোথায় মোমবাতী শোভা পাইল, ঝাড়ে দেয়ালে বৈঠকি সেজে লণ্ঠনে নিজে পুড়িয়া আমোদে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

সোনাউল্লা সাহেবের কএক জোড়া কাপড় তৈলিয়া চিরুনী, ব্রাস, গ্লাস, অল্প পরিমাণ কিছু খাদ্য পূরিয়া একটী পোর্টম্যান সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আহারের টেবিল সাজান হইয়াছে। কেনী তাড়াতাড়ি আহারে বসি-

লেন। মিসেস্ কেনী টেবিলে বসিলেন, কিন্তু আহার করিলেন না। কেনী সামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। সোনাউল্লার মুখের দিকে তাকাইতেই সোনাউল্লা জোড় হাতে বলিল—

"খোদাবন্দ পাল্কী বেহারা হাজির।" কেনী দেসলাই জ্বালাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন, এবং বলিলেন সব ঠিক ?

সোনাউল্লা পূর্ব্ববৎ বলিল—খোদাবন্দ সকলি ঠিক।

কেনী মৃদুস্বরে কয়েকটী কথা মেম সাহেবকে বলিয়া সোনাউল্লাকে বলিলেন, দেখ বাবরুচিকে গিয়া বল, ভাল ভাল খানা তৈয়ার করিতে। আর যা যা কর্‌তে হবে মেম সাহেবের কাছে শুন্‌বে। এই বলিয়াই মেম সাহেবের হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন। সিঁড়ির নিকটেই পাল্কী, পাল্কীতে উঠিবার সময় কাহাকে কোন কথা বলিতে অবসর পাইলেন না। কারণ, স্ত্রীর মুখে গাঢ়ভাবে চুম্বন করিতেই অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। চুম্বনের স্বাদ লইয়া পাল্কীর দরওয়াজা বন্ধ হইল। বেহারাগণ নিঃশব্দে কুঠীর পশ্চাৎ দ্বার হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ মুখে চলিল।

কিছুদূর গেলেই মশাল, মশালচি, লোকজন সকলি সঙ্গে হইল। পাল্কী দক্ষিণদিকেই চলিল। কুঠীতে সোনাউল্লা এবং মেম সাহেব ভিন্ন, কেনীর গমন সংবাদ কেহই জানিতে পারিল না। জানিবার কথাও নহে।

মেম সাহেব উপরে আসিয়াই জাঁকালভাবে খানার টেবিল সাজাইতে আদেশ করিলেন। রূপার বাসন, রূপার চামুচ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিলেন। সমুদয় ঝাড়ে বাতী জ্বালান হইল। বাহিরের কাজ কর্ম্ম সমুদায় ঠিক করিয়া ড্রেসিং রূমে প্রবেশ করিলেন। মনের মত সাজ সয্যায় অঙ্গ সাজাইয়া ড্রেসিং রূম হইতে বাহির হইলেন। সে সময়ের ভাবই ভিন্ন—রূপ ভিন্ন। বৃহদাকার আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পরিচ্ছদ, সাজের নিজেই ভাল মন্দ বিচার করিতে লাগিলেন। কোনখানে টানিয়া দিলেন। দুই একটী চুল যাহা বেকেতাভাবে কপালের কি ভ্রূর উপর উড়িয়া পড়িয়াছিল, তাহা হস্ত দ্বারা, ব্রাস দ্বারা সোজা করিলেন। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হেলিয়া দুলিয়া, বাঁকা হইয়া, পাস ফিরিয়া দেখিয়া "অল্ রাইট্" বলিয়া জানালার দিকে মুখ দিয়া ইজি চেয়ারে পা ছড়াইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলেই দেখিতে

পাইলেন যে একখানা পাল্কী আর জন পঞ্চাশ লোক নানা রকম পোশাক পরা, ক্রমে আপিস দালান বামদিকে রাখিয়া একেবারে তাঁহার দ্বিতল বাস ঘরের সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এবং পাল্কীর দ্বার খুলিয়া গেল।

মিসেস কেনী আগ্রহের সহিত ও! মিষ্টার!—মহানন্দে ত্রস্তপদে সিঁড়ির নীচে আসিয়া আগন্তুক ইংরেজের হাত ধরিলেন। যথারীতি অভিবাদনাদী করিয়া উপরে আসিলেন। পর্দ্দা সরিয়া দ্বার অবারিত করিল। দস্তর মত পাখা চলিতে লাগিল।

মিসেস কেনী পুনরায় তাড়াতাড়ী নীচে গিয়া সাহেবের লোক জনকে বিশেষ আদর করিয়া নীচের তালায় স্থান দিলেন। তাহাদের আহারাদির জন্য সোণাউল্লাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া উপরে আসিলেন।

পাঠক! আগন্তুক নূতন লোক নহেন। আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত মাজি-ষ্ট্রেট। সঙ্গের লোকজন ইহারাও নিরর্থক আসে নাই। উহাদের মধ্যে দারোগা, নাএব দারগা, জমাদার, বরকন্দাজ—সকলি আছেন। কিন্তু সকলেই ছদ্মবেশী। মেম সাহেব, সাহেবকে বসাইয়া ঐ কক্ষের নিম্ন কুঠরীতে দারোগা, জমাদর এবং বরকন্দাজদিগকে যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। আহা-রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কুঠীর অন্য অন্য চাকর, আমলা প্রভৃতি কেহই এ নিগুড়-তত্ব জানিতে পারেন নাই।

উভয় পক্ষের গোয়েন্দাই চতুর। কে কোন সময়ে কোন সন্ধান লই-তেছে, কি কৌশলে কি বেশে আসিয়া খবর জানিয়া যাইতেছে, সাবধান সতর্কে, বিশেষ সতর্কে থাকিয়াও কোন পক্ষই তাহা জানিতে পারিতেছেন না। কুঠীর খবর দিন দিন সুন্দরপুরে যাইতেছে।—সুন্দরপুরের গুপ্তচর সংবাদ দিয়াছে যে, কেনী আজ কুঠীতেই আছেন। আমোদে মাতিয়া আছেন। ব্রাণ্ডি পানিতে মাতওয়ারা—বিভোর। মেম সাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন। হাসি তামাসা খুব চলিতেছে—ইত্যাদি—

মিসেস্ কেনী আজ যে অভিনয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন। তবে ভরসা এই যে, স্বয়ং নেতৃ—সোণাউল্লা সাহায্যকারী,—আগন্তুক পাবনার দল প্রকাশ্যে সাহায্যকারী না হইলেও শান্তিরক্ষক, বিচা-রক। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ, পরিদর্শক।

সোনাউল্লা মেম সাহেবের নিকট বলিল—"হুজুর! মীর সাহেব তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাসী লোক দ্বারা এই পত্র পাঠাইয়াছেন। সে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহে। পত্রের লিখা ছাড়া আরও কি কথা আছে।"

মিসেস্ কেনী অতি ব্যস্ত নীচে আসিয়া গোপালকে দেখিয়াই চিনিলেন। বলিলেন, "গোপাল, খবর কি?"

গোপাল সেলাম বাজাইয়া বলিল,—"হুজুর! একশত আসিয়াছে। আর সমুদয় ঠিক। আপিস ঘরে ইহাদের স্থান দিলে ভাল হয়।"

মিসেস্ কেনী আপিস ঘরের দ্বারবাণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন। গোপাল এবং গোপালের সঙ্গিরা আপিস ঘরে স্থান পাইল।

মিসেস্ কেনী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বসিয়া খোস গল্প করিতেছেন। আবার সোণাউল্লা আসিয়া করজোড়ে বলিল,—"হুজুর! সান্যাল মহাশয় সাহেবের নিকট বিশেষ কি কথা বলিতে চান।"

মিসেস্ কেনী বলিলেন,—"তুমি গিয়ে দেওয়ানজীকে বল, আজ সাহেবের শরীর অসুখ।"

সোনাউল্লা চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হুজুর! বড় জরুরি খবর—তিনি বলিলেন,—"যদি সাহেবের শরীর অসুখ হইয়া থাকে তবে মেম সাহেব নিকটেই বলিতে হইবে। বড়ই জরুরি কথা।"

মিসেস কেনী উঠিলেন এবং সিঁড়ির নিকটে আসিয়া সম্ভু সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা?"

সান্যাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"হুজুর! এখনই খবর পাইলাম যে, প্যারীসুন্দরীর বহুতর লাঠিয়াল সুন্দরপুর হইতে রওয়ানা হইয়াছে। ঢাল, সড়কী, লাঠী ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিতেছে। বহুতর লাঠিয়াল একত্রে আসিতেছে। সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল না। কোন পরামর্শও করিতে পারিলাম না। দিন বুঝিয়াই সাহেবের শরীর অসুখ হইয়াছে, এখন উপায় কি?

মিসেস কেনী বলিলেন,—"কুঠীতেও আমার অনেক লোক আছে, ভয় কি?"

সম্ভু বলিলেন,—হুজুর! কুঠীতে যে লোক আছে, তাহাদের দ্বারা কুঠী

রক্ষা হইতে পারে না। প্যারীসুন্দরী এবারে বিশেষ যোগাড় করিয়াছে। আর একটী কথা, তাহারা শুধু কুঠী লুটপাট করিয়া যাইবে না, তাহাদের মনের ভাব ভাল নহে।"

মিসেস কেনী বলিলেন—"আর কি করিবে? আমাকে সুন্দরপুরে লইয়া যাইবে। যে লোক আছে, তাহাতে যদি তোমাদের সাহস না হয়, আরও লোক সংগ্রহ কর। টাকায় কিনা হয়। দুই টাকার জায়গায় চারি টাকা খরচ কর এই রাত্রেই কত লোক জুটিয়া যাইবে। যত পার সংগ্রহ কর আমার হুকুম।"

সম্ভু বলিলেন,—"এত রাত্রে লোক পাওয়াইত কঠিন কথা।"

মিসেস কেনী বলিলেন,—"তবে সাহেবকে কি বলিতে আসিয়াছ? কোথা পাইবে? সে কি কথা? কুঠীর চারিদিকে আমারই প্রজা—তাহাদিগকে বেশী করিয়া টাকা দেও, অবশ্যই আস্‌বে। যত লোক পার, আনিয়া কুঠীর চারিদিকে খাড়া করিয়া দেও। রাত্র প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত খাড়া পাহারা দিবে।"

সম্ভু সান্যাল সেলাম বাজাইয়া বিদায় লইলেন। মিসেস কেনী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে সান্যাল মহাশয় বাসা বাড়ীতে যাইয়া প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্র সহিত পরামর্শ করিয়া লোক সংগ্রহ জন্য লোক মতাইন করিলেন। হুকুম পাইলে কি আর রক্ষা আছে? "ঝাকড়া চুল" লাঠীয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল।

উপস্থিত বিপদে আবশ্যকমতে সাহায্য করিবে, এই আশয়েই মিসেস কেনী নিকটস্থ প্রজাদিগকে আনিতে আদেশ ও রাত্রি জাগরণে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্বার্থই অনর্থের মূল, স্বার্থই দুর্দ্দশার সোপান, জগতে স্বার্থই পতনের মূল কারণ—প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশের লোকেই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই। দেশের লোক দিয়াই স্বদেশীয়ের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। রাত্র জাগরণে প্রজার কষ্ট হইবে, সেদিকেও মিসেস কেনীর লক্ষ্য ছিল। থাকিয়া কি

হইবে ? কার্য্যকর্ত্তা বাঙ্গালী—অধীনস্থ চাকরগণ বাঙ্গালী, কিন্তু স্বার্থের দাস। দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়া লোক সংগ্রহ করার আদেশ! এখন দেশের লোকের হাতে পড়িয়া নিরীহ প্রজাকুলের কি প্রকারে দুর্দ্দশা ঘটে—দেখুন।

লোক সংগ্রহকারীরা সেলাম ঠুকিয়া নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিল। দেওয়ানের হুকুম কার সাধ্য আর রাত্রে ঘরে থাকিতে পারে? নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। যে উঠিতে বিলম্ব করিল, কি শরীর অসুস্থ—অসুখ হেতু কুঠীর পাহারায় যাইতে নারাজ হইল, তাহার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল। যন্ত্রণার দায়ে, প্রাণের ভয়ে, অপমানের ত্রাসে অনেকেই দেওয়ানজীর প্রেরিত লাঠীয়ালের সঙ্গি হইল। যাহারা দুই চারি আনা প্রণামী দিতে সমর্থ হইল, তাহারা আর আসিল না। যাহাদের পয়সা দিবার শক্তি নাই, বাধ্য হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কুঠী রক্ষার্থে চলিল কাহারা? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, সংসারে কষ্টের সীমা নাই। কোথায় যাইতে হইবে, কি কার্য্য করিতে হইবে, কেন টানিয়া লয়, কেনই বা বিনা-পরাধে লাথী, কীল, চড় মারে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাধ্য নাই। অনেকেই সারাদিন নীল জমির কারকিদ করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। নিজের জমী উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদের ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, রৌদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক "জো" সরিয়া যাউক, কার সাধ্য নীলজমী ফেলিয়া ধানের আবাদ করিতে পারে! আগে নীল, পাছে ধান। কৃষকের জীবন উপায় শস্য বপনোপযোগী জমী প্রস্তুত করিতে বিঘ্ন, বুনীতে বাধা, কর দিতেও অক্ষম। কাজেই খাবার সংস্থান অনেকেরই নাই।

বাড়ী আসিয়া কেহ আধ পেটা আহার করিয়াই কুহকিনী নিশার কুহকে পড়িয়া ঘুমে মাতিয়াছে। কেহ অনাহারেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। অল্প পরিমাণ ক্ষুধা নিবারণ জন্য এক মুঠো অন্নও অনেকের ভাগ্যে জোটে নাই। যাহা ছিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি দিনের বেলা নিরন্নে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মায়ের অঞ্চল ধরিয়া কান্দিয়াছে। মায়ের প্রাণ! যাহা ঘরে ছিল, তাহাই সিদ্ধ পোড়া করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তর সন্তান সন্ততীগণের মুখে সুদ্ধ নুন ভাত দিয়া তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। হাঁড়ীতে আর অন্ন নাই। থাকিলে ছেলে মেয়েরাই আরও কিছু খাইতে পারিত। কি করে

সজলনয়নে কৃষকপত্নী হাঁড়ি আচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া দিয়া স্বামীগত-প্রাণা পত্নী কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া রহিয়াছে। স্বামী সারাদিন নীলকুঠীর কাজ করিয়া বাটী আসিয়াছে, ছেলে মেয়ে দিনে খেতে পায় নাই।—সন্ধ্যাবেলাও ভরপেট হয় নাই। স্ত্রীর মুখে খবর শুনিয়া আর সে পোড়া ভাতও মুখে দিতে সাধ্য হয় নাই। কারণ প্রাতে ছেলে মেয়ে কি খাইবে তাহার সংস্থান কিছুই নাই। ঈশ্বর ভরসা।—মহাজনের বাড়ীতে গিয়া দ্বিগুণ তৃগুণ লাভ স্বীকারে ধান কর্জ্জ করিয়া আনিবে, তাহারও সময় নাই। রাত্র প্রভাত হইতে হইতেই আমীন খালাসী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। নীল জমীর কারকিত, চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে। তবে কিছু প্রণামী দিতে পারিলে সে, যমদূতগণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাহাই বা কোথায় পাইবে? পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে দু এক পয়সার জলপানই পূর্ণ আহার—পরিশ্রমের ইতি নাই—নিদ্রা-দেবী ছাড়িবেন কেন? বিছানা থাক্ বা না থাক্, বালিসে মাথা পড়ুক্ বা না পড়ুক্, ঘুমের ঘোরে সকলেই কাতর। তাহার উপর এই দৌরাত্ম্য! যাহারা দুই এক আনা দিতে পারিল, তাহারা কীল, লাথী খাইয়া রক্ষা পাইল। যাহাদের দিবার শক্তি হইল না, তাহারাই কুঠীর পাহারা দিতে চলিল। হায়রে বঙ্গ! হায়রে নীলকর!! হায়রে স্বদেশীয়!!!

মিসেস্ কেনী পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, প্যারীসুন্দরীর লাঠী-য়ালেরা রাত্র প্রভাত হইতেই কুঠী আক্রমণ করিবে। কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন;—তাইতে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটকে গোপনে আনিয়া রাখা। আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে যে, কেনীর মাথা কাটিয়া সুন্দরপুর লইয়া যাইবে। ভ্রমে যদি মাজিষ্ট্রেটের মাথাটা কাটা যায়, তবে কেনীর মনস্কামনা শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। প্যারীসুন্দরীর সর্ব্বশান্ত, কেনীর জয়-জয় আনন্দ। কুঠী ছাড়িয়া গুপ্তভাবে যাওয়ার কারণও তাহাই।

মিসেস্ কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া ভিন্ন কক্ষে জাগিয়া আছেন। মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব ভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট—শান্তিরক্ষকগণ সহ রক্ষার জন্য উপস্থিত, কুঠীর লোকজনও সতর্কীত; বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মন অস্থির, মহা অস্থির! আজ রাত্রে নিদ্রার সহিত তাঁহার

দেখা নাই। কিজানি কি হয়! বিপদ সম্ভাবনায় অবশ্যই অধিক ভয়, ঘটনাচক্রে কোথায় লইয়া ফেলে, কি ঘটে কি হয় সমুদায় ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহীত। কাজেই অস্থির—কাজেই চঞ্চল।—কাজেই চিন্তা, কাজেই আকুল।

ঊষা-দূত কুক্কুট রাত্র শেষ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিল। পাখীরা এখনও বাসা ছাড়ে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া ডালে বসে নাই। প্রভাতী গানেও জগৎ মাতায় নাই। দয়াময়ের সত্য নাম ঘোষণা করে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া কেবল ডাকিতেছে। মিসেস্ কেনী মোরগের ডাকের দিকেই মন দিয়াছেন। এক ডাক, দুই ডাক, ক্রমে তিন চারি ডাক শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও এক প্রকার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এরূপ শব্দ আর একদিন তিনি শুনিয়াছিলেন। সেই ডাক, সেই ভীষণ রব। শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী, ক্রমেই বেশী ভয়, ক্রমে বেশী আতঙ্ক। ব্যস্ত ভাবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কক্ষের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও অর্দ্ধ নিদ্রিত ভাবে ছিলেন। মিসেস্ কেনীর গলার স্বর শুনিয়া পালঙ্গ হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

পাঠক! এইস্থানে লিখকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। অস্বাভাবিক দোষের পোষকতা হেতু লিখক দোষী, তাহাতেই ক্ষমা প্রার্থনা। মিসেস্ কেনী এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়ে বিলাতী, সম্মুখে বিপদ আশঙ্কা, মিসেস্ কেনী ভয়ে ভীতা ও আশঙ্কিতা। এ অবস্থায় জাতীয় ভাষাতেই কথাবলা যুক্তিসঙ্গত। আপনাদেরই অসুবিধা ও শ্রুতিকঠোর হইবে বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাতেই সে কথার ভাবার্থ আপনাদিগকে শুনাইতে হইল।

মিসেস্ কেনী বলিলেন—"শুনিতেছেন না?"

মাজিষ্ট্রেট—"কৈ আমিত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।" মিসেস্—"ঐ শুনুন, বিপক্ষদল কুঠীর নিকটবর্ত্তী! বাঙ্গালী-বিক্রমের ঐ শব্দ! প্যারী-সুন্দরীর লাঠীয়ালগণ ঐরূপ শব্দ করিয়াই আসিয়া থাকে। সে দিনও আসিয়াছিল।

মাজিষ্ট্রেট—"কোন চিন্তা নাই। আপনী নিশ্চিন্ত ভাবে আপন কামরায় থাকুন। আমি নীচে যাইতেছি। গভর্ণমেণ্টের রাজ্য—আমি ব্রীটিশ গবর্ণরের

পক্ষের লোক। আমি থাকিতে আপনার কোন ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়ে উপরে থাকুন। আমি নীচে চলিলাম।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ী আপন পরিচ্ছদ লইয়া জোর পায়ে নীচে নামিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা বিষম বিক্রমে কালীগঙ্গার পশ্চিম পারে আসিয়াই পুনরায় ডাক ভাঙ্গিল। দারগা জমাদার সকলেই আপন আপন পোষাক লইয়া সাহেবের আদেশে কোমর বান্ধিলেন; কিন্তু ঘরের বাহির হইলেন না। কুঠীর হাতায় প্রবেশ করিলেই গ্রেপ্তার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা,—ঘটিলও তাহাই।

এখনও রাত্র প্রভাত হয় নাই, উষা দেখা দেয় নাই,—তারাদল লইয়া তারাপতি এখনও স্বস্থানে চলিয়া যান নাই। একে একে যাইতেছেন—এখনও সম্পূর্ণরূপে চক্ষের আড়াল হন নাই।—আবার সেই হো-হো শব্দ! সেই খ্ব-খ্ব শব্দ! সেই হৃদয় কম্পিত, দেহ কম্পিত, শব্দ—ভীষণ রব মেম সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। পশ্চিমেও ঐ শব্দ দক্ষিণেও ঐ।

রামলোচন তা এবারে বিশেষ জোগাড় করিয়াছেন। কুঠির পশ্চিম এবং দক্ষিণ উভয় দিক হইতে কুঠী আক্রমণের জোগাড়। মিসেস্ কেনী দুই দিকে দুই প্রকার শব্দ শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। নিমক-হালাল চাকর সোনাউল্লার চক্ষে নিদ্রা নাই। কি হইল?—একি ব্যাপার? সাহেব কুঠিতে নাই, একি কাণ্ড! এই সকল ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মহা অস্থির। একবার নীচে, একবার উপরে যাইতেছে। ক্রমে কুঠীর নেগাহ-বান সর্দ্দারগণও জাগিয়া উঠিল—ঢাল, সড়কী, লাঠী লইয়া সকলেই খাড়া হইল।—

সোনউল্লা সিঁড়ির নিকটে মেম সাহেবকে পাইয়া বলিল "হুজুর! মীর সাহেবের চাকর গোপাল সর্দ্দার হুজুরে সেলাম দিতে চায়।

বোধ হয় পাঠকগণের মনে নাই—মনে করিয়া দিতেছি। মীর সাহেব আমবাগানের নিকট কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া যে লাঠীয়াল জোটাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—সেই আদেশেই গোপাল সর্দ্দার এক শত লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে। আফিস ঘরে স্থান পাইয়াছে।—

মিসেস্ কেনী বলিলেন—"গোপাল! তুমি আমার এই ঘর রক্ষা কর।

কুঠীর লাঠীয়ালেরা কুঠী রক্ষা করিবে। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালের সম্মুখীন হইয়া লাঠী মারিবে—তুমি আমাকে রক্ষা কর।”

পুনরায় দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল—গোপাল বলিল—“হুজুর! প্যারীসুন্দরীর লোক পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুই দিক হইতে নিশ্চয়ই আসিতেছে। দক্ষিণ দিকে কোন বাধা নাই। পশ্চিমে নদী—বেশী জল—অধিক পরিমাণ পরিসর না হইলেও নদী—কিন্তু দক্ষিণে খোলা মাঠ, পূর্ব্বেও তাহাই। পূর্ব্বদিকে তত আশঙ্কা নাই। কারণ দক্ষিণ দিক হইতেই পূর্ব্ব দিকে যাইবার পথ। এক্ষণ দক্ষিণ দিক না ঠেকাইলে কুঠী রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। পশ্চিমে নদী—জল কম হইলেও তত্রাচ ঐ দিক হইতে শত্রুদল আসিতে যত বিলম্ব হইবে, দক্ষিণ দিক হইতে আসিতে তত বিলম্ব হইবে না। আমি দক্ষিণ দিকেই চলিলাম। হুজুর! আর বিলম্ব করিতে পারি না।—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোপাল মেম সাহেবকে আবার সেলাম বাজাইয়া বেগে ছুটিল।

কুঠীর নিযুক্তীয় লাঠীয়ালেরাও ডাক ভাঙ্গিয়া কুঠীর পশ্চিম দিকে দ্বিতলগৃহের পশ্চিম দিকে “আনি” বাঁধিয়া দাঁড়াইল। কত লোক কুঠীর উত্তর সীমায় প্রবেশ দ্বারে ঢাল, তরবার বান্ধিয়া খাড়া হইল।—এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। গোপালসর্দ্দার আপন বেরাদরীদিগকে বলিল “দক্ষিণে এত আলো কিসের?”—

সকলেই দেখিল অনেকের হাতেই মশাল। মশালের আলোতে আরও দেখা গেল, সড়কীর অগ্রভাগের চাকচক্য, লাঠীর দীর্ঘতা, কমরবান্ধা, মুখপাট্টা বান্ধা, বাঙ্গালার যোধ, অগণ্য লাঠীয়াল দেখিতে দেখিতে বিকট চিৎকার করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে।—

কালিগঙ্গার পশ্চিম পারেও ঐরূপ আলো, ঐ প্রকার বিকট রব,—মাঝে মাঝে ভয়ানক চিৎকার,—দেখিতে দেখিতে কালিগঙ্গার পশ্চিম তট আলোকমালায় পরিশোভিত হইল—জলে স্থলে জলন্ত মশালের জলন্ত সীখা অধো উর্দ্ধভাবে প্রভাত বায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য!! সে সুদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না। ঊষাদেবী পূর্ব্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠী-

য়ালেরা মার মার শব্দে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া বীরত্বের শেষ, সাহসের শেষ, কার্য্যের শেষ দেখাইয়া মহাতেজে কুঠী অভিমুখে আসিতে লাগিল।

কুঠীর সকলেই জাগিয়াছে।—মুচ্ছুদ্দী, দেওয়ান, নাএব, পেষকার ইত্যাদি আমলাগণ, লাঠীয়ালগণের হুহুঙ্কারে ভীষণ চিৎকারে জাগিয়াছেন, কুঠীর লাঠীয়ালেরাও প্রস্তুত হইয়া উত্তরদিকে প্রবেশ দ্বারে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইল। প্রায় শতাধিক লাঠীয়াল নদীর পূর্ব্বপারে দাঁড়াইয়া জলস্থ শত্রুদলের আগমনে বাধা দিতে লাগিল।

প্যারীসুন্দরীর কড়া হুকুম। কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার আছে। তাহার পর এক হাজার টাকা অতিরিক্ত। যে সেই কাজ পারিবে, তাহার ভাগ্যেই হাজার—সে হাজার কাহার ভাগ্যে আছে, তাহা কেহই জানে না। কিন্তু আশা আছে—আমিই পাইব।

রে টাকা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। পরের জন্য, পরের প্রয়োজনিয় মাথার জন্য জলে ঝাঁপ, সম্মুখশত্রুর অস্ত্রের মুখে বক্ষবিস্তার, লাঠীর তলে মস্তকদান! রে টাকা! তোর জন্যই কেনী, বিলাত পরিত্যাগ। তোর জন্যই নীলের ব্যবসা। জমিদারীর পত্তন। তোর জন্যই নিরীহ বঙ্গের প্রজার প্রতি অত্যাচার—পিশাচি! তোরই জন্য আজ এই বাঙ্গালী-যুদ্ধ। পরিনামফল ভবিষ্যৎ গর্ভে। জয় পরাজয় অবশ্যই হইবে। পরাজয় পক্ষেও তুমি, জয় পক্ষেও তুমি। তোমারই জয়, জগতে তোমারই জয়!!

প্যারীসুন্দরীর পক্ষের লোকের পূর্ব্বেই স্থির পরামর্শ ছিল যে, পশ্চিম দক্ষিণ উভয়দিক হইতেই কুঠী আক্রমণ করিবে। করিলও তাহাই।

দক্ষিণ দিকে গোপাল—গোপালের দলের সহিত খুব চলিতেছে। স্বয়ং গোপাল সুশিক্ষিত। সঙ্গিরাও বাছা বাছা। সহজে পরাস্ত হইবার নহে। লাঠী, সড়কী সমান ভাবে চলিতেছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা—একপাও অগ্রে বাড়িতে পারিতেছে না। যেখানে বাধা সেই খানেই দণ্ডায়মান।

এদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ভিন্ন প্রকার কাণ্ড। একদল জল ঝাপাইয়া ভিজা কাপড়ে ডাঙ্গায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে। অপর পক্ষে উপর হইতে লাঠী দ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত লোকে কি করিবে? দক্ষিণে ফিরাইতে ফিরাইতে বামদিক হইতে অসংখ্য শত্রুদল কেনীর লাঠীয়াল-

দিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। এখন তাহাদের প্রাণ যায়। আর কতক্ষণ—মাথা ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা, মাজা ভাঙ্গা, হাত ভাঙ্গা হইয়া পীট দেখাইল। লাঠী, সড়কী ফেলিয়া কেনীর দ্বিতল শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিল।—ছুটিল ত ত্রাসে একেবারেই ছুটিল। কে কোন্ পথে কোথায় পালাইল তাহার খবর আর কে করে? কিন্তু সে সময় সন্ধান করিলে বাবরচিখানায়, ঘোড়ার আস্তাবলে, নীল হউজের মধ্যে, জাঁত ঘরের জাঁতের নীচে অবশ্যই অনেককে পাওয়া যাইত। দেওয়ানজীর আদেশে আবার বেশি পরিমাণ লাঠীয়াল, কুঠীর পশ্চিমে কালিগঙ্গা তীরে ডাকে হাঁকে বিক্রমে উপস্থিত হইয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল প্রতি লাঠী ঝাড়িতে লাগিল। জল হইতে তাহারা আর ডাঙ্গায় না উঠিতে পারে। কুঠী আক্রমণ করা দূরে থাকুক কুঠীর সীমায় পা ধরিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল।

কার সাধ্য আজ প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণকে বাধা দেয়? কার সাধ্য তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায়? কালিগঙ্গা জলে—লাঠীয়াল,—পূর্ব্বতীরে কেনীর লাঠীয়াল—পশ্চিত তীরে প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল, ক্রমাগত আসিয়া জুটি-তেছে। আর ডাক. ছাড়িয়া আলি আলি শব্দ করিতে করিতে জলে পড়িতেছে। কয়জনকে কয় হাতে বাধা দিবে। মাথা ফাটিল, জলে ডুবিল, হাবুডুবু খাইয়া আবার উঠিল। একদিক এইরূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু বামদিক হইতে জল সাঁতরাইয়া মার মার শব্দে লাঠীয়ালগণ কেনীর লাঠীয়াল-দিগকে ঘিরিয়া লাঠী বাজির প্রতিসোধ আরম্ভ করিল। কুঠীর দক্ষিণ দিকেও খুব গোল।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্যারীসুন্দরীর কথক লাঠীয়াল দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া পশ্চিম পূর্ব্ব এই দুই দিক হইতে একেবারে আক্রমণ করিবে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মীর সাহেব প্রেরিত লাঠীয়ালগণ দক্ষিণ দিক রক্ষা করি-তেছে, গোপাল স্বয়ং লাঠী ধরিয়াছে।

নদী তীরে এখন আর লাঠীর ঠকাঠক শব্দ হইতেছে না।—কারণ কুঠীর লাঠীয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া পীট্‌টান দিয়াছে।—আর কোন বাধা নাই। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ মার মার শব্দে কেনীর শয়ন ঘরের সম্মুখ আঙ্গিনায় আসিয়া কেনীর নাম ধরিয়া বেজায় গালাগালী দিতে আরম্ভ করিল। আয় * * নামিয়া আয়। দালানের মাঝে কপাট দিয়া কেন? পুরুষ বাচ্চা

হও—বাহিরে এসো। দেখি একবার তোমাকে। আর তুমি মনে করোনা যে দালানের কপাট এটে বাঁচতে পারবে? পঞ্চাশ তোড়া টাকা ছড়াইয়া দিলেও, আজ খালি হাতে যাবার লোক নাই। তোমার মাথা, হাতে হাতে সুন্দরপুর যাইবে। বাহির হও, শীঘ্র বাহির হও।

মিসেস কেনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নানা প্রকার শান্তনা বাক্যে বুঝাইয়া শেষে বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা নাই।—ঐ লাঠীয়ালেরা আর একটু অগ্রসর হইলেই পাকড়া করিব। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।

মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে লাঠীয়ালেরা লাঠী ভাঁজাইতে ভাঁজাইতে একেবারে সিঁড়ির নিকটে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল। এমন সময় লাল পাগড়ী বাঁধা কয়েকজন লোক বাহিরে আসিয়া "পাকৃড়ো পাকৃড়ো" শব্দ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

লাঠীয়ালের চক্ষে লাল পাগড়ী বড়ই মারাত্মক অস্ত্র, বড়ই ভয়ের কারণ।—নাম ডাকের লাঠীয়াল হইলেও লাল পাগড়ীর নিকট মাথা হেঁট।—

লাল পাগড়ী দেখিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে পূর্ব্বভাব অনেক পরিবর্ত্তন হইল।* স্পষ্ট বলিতে লাগিল। যাথাকে কপালে হইবে আগে ধর বেটাকে। এই কথা বলিয়াই আবার যেন কি মনে হইল।—পিছে হটিল।—ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিল। একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল। ওতো কেনী সাহেব নহে। আমি বেশ চিনিতে পারিয়াছি কখনই ও কেনী নহে।

সন্দেহটা শীঘ্রই মিটিয়া গেল। কারণ লাল পাগড়ী ওয়ালা সেপাই সাহেবরা পাকড়ো পাকড়ো বলিয়া বেগে ছুটিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও স্বীয় দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঐ বোল "পাকরো পাকরো" দারগা জল্‌দি পাকরো * * লোককে হাতকৌড়ি লাগাও——

লাঠীয়ালেরা বলিতে লাগিল। "আজ মারা গিয়াছি।—ধরা পড়িলাম। এতদিনের পরে মারা পড়িলাম। আর দেখ কি? ও কেনী নহে। আমি ভাল করিয়া চিনি ইনিই সেই মাজিষ্ট্রেট—

ইহারাও "পাকড়ো পাকড়ো" করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু এক জনকেও

পাকড়াতে পাচ্ছেন না। পিছে হটিয়াই নদীতীর পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। লাল পাগড়ীধারী সেপাই সাহেবেরা মুখে পাকড়ো পাকড়ো করিতেছেন, পাকড়া করিবার জন্য হাতও বাড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু তাহাদের লাঠীর নিকট যাইতে সাহসী হইতেছেন না।

ভাগড়া লাঠীয়ালেরা লাঠী ভাঁজিতে ভাঁজিতে জলে নামিল—সেপাই সাহেবেরা কাপড় কসিতে কসিতে "ডিঙ্গি লাও ডিঙ্গি লাও" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহারা নদী পার হইয়া কালিগঙ্গার পশ্চিম তীরে যাইয়া উঠিল। কেহ পলাইল না। পীট দেখাইয়া দৌড়িল না। সকলেই দাঁড়াইল। এবং সাহেবকে বলিতে লাগিল। হুজুর! আপনি রাজা—আপনি দেশের বাদ্‌সা। আমরা তাবেদার চাকর, গোলাম, নফর—দয়া করে আমাদিগকে মাপ করিবেন। হুজুরের সহিত আমাদের কোন কথা নাই।—

জোড় হাতে লাঠীয়ালগণ এইরূপ বলিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং দারগা জমাদার নদী পারের নৌকার উপর থাকিয়াই ঐ সেই কথা—সেই বুলি—নৌকা পশ্চিমতীরে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া সহিত পার হইয়াছেন। ঘোড়ায় উঠিয়াই দারগা মামুদ বক্সকে বলিলেন—"কি কর তোমরা কর কি? এক জনকেও ধরিতে পারিলে না?"

লাঠীয়ালেরা ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিতে করিতে ক্রমে পিছে হটিতেছে। ইহাঁরাও অগ্রসর হইতেছেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া উঠাইয়া যাইতেই মামুদ বক্স দারগা বলিল—"হুজুর লাঠীয়াল গ্রেফ্‌তার করিতে আপনি যাইবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে আগে হুজুরের যাওয়া ভাল দেখায় না। তবে যে বেটা দৌড় দিবে, তাহার পাছে পাছে ঘোড়া উঠাইবেন।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহা বিরক্ত হইয়া দারগাকে গালাগালী দিয়া বলিলেন, এত বরকন্দাজ, এত চৌকীদার, কেনীর এত লোক জন থাকিতে উহাদের একগাছা সড়কী, কি একখানা লাঠী ধরিতে পারিলে না? লাঠীয়াল গ্রেফ্‌তার করা তোমার কাজ নহে।—

লাঠীয়াল দল হইতে একজন হাত জোড় করিয়া, গলায়, কাপড় বান্ধিয়া বলিতে লাগিল—"ধর্ম্মাবতার! আজ ফিরিয়া যাউন। দারগা সাহেবকেও

ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। দোহাই ধর্ম্মাবতার ফিরিয়া যাউন, এক জনকেও ধরিতে পারিবেন না। আর আগে বাড়িবেন না। কেনীর কপালের ভারি জোর! হুজুরের সাহায্যে আজ বাঁচিয়াছে। হুজুর না থাকিলে এতক্ষণ তাহার মাথা সুন্দরপুর নিশ্চয়ই যাইত। ধর্ম্মাবতার! জোড় হস্তে বলিতেছি আজ ফিরিয়া যাউন। আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দারগাসহ আজিকার মত ফিরিয়া যাউন আমরাও ফিরিয়া যাইতেছি।

সাহেব শুনিলেন না। বেশির ভাগ; ড্যাম, শুয়ার, ডাকু ইত্যাদি বলিয়া গালাগালী দিলেন, এবং মাহাম্মদ বক্সকেও যাহা বলিবার, তাহা বলিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ কেহই বাকী রহিল না।—

মাহাম্মদ বক্স নিরুপায় হইয়া ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারগণও ধর ধর রব করিতে করিতে দারগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—সাহেবও ত্রস্তপদে ঘোড়া চালাইলেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়াল পুনরায় বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি রাজা আমরা প্রজা, আমাদিগকে নষ্ট করিবেন না। আজ ছাড়িয়া দিন। জোড় হাতে গলায় কাপড় লইয়া বলিতেছি, আজ ফিরিয়া যাউন। আর আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন না। কিছুতেই আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন না। আপনি সমস্ত দিন এ প্রকারে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেও ধরিতে পারিবেন না।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। আর একটু ত্রস্তে যাইয়া একেবারে লাঠীয়ালদিগকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।

লাঠীয়ালগণ মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাক ভাঙ্গিয়া তখনি আনি বাঁন্ধিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল। "ভাই সকল! আর দেখ কি? বাঁচিবার আশাত নাই। হাতে অস্ত্র থাকিতে রাখালের হাতে ধরা পড়িব, বড়ই দুঃখের কথা! সাহেব কিছুতেই যখন শুনিতেছেন না, আমাদের কথা মানিতেছেন না। এত মিনতি, এত কাকুতি করিয়া বলিলাম, কিছুতেই যখন তাঁহার মত ফিরিল না, তখন স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্দাকাটী করিয়া মরি কেন? ধর্ দারগা। ধর্ জমাদার বরকন্দাজ—নে মাথা, নে ঐ বেটার মাথা—একে একে দেখিয়া দেই। আয় আমাদিগকে ধরিয়া নিয়ে যা। দেখি তোদের বুকের পাটা—

দেখি তোদের বুকের সাহস। আয় বেটা! কেনীর গোলাম। হারাম খোর আয়! ধর্ দেখি কাকে ধরিবি। আয়!"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া মাহাম্মদ বক্সকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। "পাক্‌ড় পাক্‌ড় পাক্‌ড় ডাকু লোককো পাক্‌ড়।" মাহাম্মদ বক্স সাহেবের আঁজ্ঞায় একটু অগ্রসর হইলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন যে, একজন লাঠীয়াল ঢাল মাথায় করিয়া রিঁ রিঁ-শব্দ করিতে করিতে আসিয়া মাহাম্মদ বক্সের বক্ষে সড়কী মারিয়া পীট পার করিয়া দিল। পলক ফেলিতে ফেলিতে ৮ গাছী সড়কী মাহাম্মদ বক্সের বুক পেট পার হইয়া রক্ত মুখে বাহির হইল। অন্য দিকে আর একটী বরকন্দাজের মাথা লাঠীর আঘাতে ফাটিয়া গেল। সাহেব সকলের পাছে, কিন্তু চক্ষু সকলের অগ্রে—চারিদিকে ঘুরিতেছে। নজর পড়িল—তিন চার গাছা সড়কী তাঁহার মস্তক বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে। সাহেব মাহাম্মদ বক্সের অবস্থা দেখিয়াই এক প্রকার চৈতন্য হারাইয়াছেন। কোন্ দিকে কোন্ পথে যাইবেন, সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। লাঠীয়ালের হস্তে প্রাণ যাইবে সেই ভাবনাই অধিক। সম্মুখে আর একজন বরকন্দাজ পড়িয়া গেল। সাহেব অশ্বকে সজোরে কশাঘাৎ করিয়া চম্পট দিলেন না—প্রস্থানও করিলেন না—রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইলেন না।—আত্মরক্ষা করিলেন। চক্ষের পলকে বাতাসের আগে আগে উড়িয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকিদারেরা লাঠীয়ালদিগের হাতে পায় ধরিয়া তাহারাও আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মাহাম্মদ বক্সের মৃত দেহ লাঠীয়ালেরা ফেলিয়া গেল না। প্রায় পঞ্চাশ গাছা সড়কীর আগায় গাঁথিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মার মার শব্দে চলিয়া গেল। যেথান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল।—দারগার লাস লইয়া চলিয়া গেল।

মাহাম্মদ বক্সের মৃত দেহ প্যারীসুন্দরীর ভাবুলের কাছারীতে লইয়া গেলে, কার্য্যকারক মহাশয় ভীত হইলেন না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রবত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ দারগা খুন!! বড় ভয়ানক কথা।

লাঠীয়ালেরা বলিল, "দারগা খুন সহজ কথা! যে বিপাকে পড়িয়াছিলাম

যে ফাঁদে আমাদিগকে আজ আপনি ফেলিয়াছিলেন, আর একটু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই এই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন। কি করি প্রাণের দায় মহা দায়! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন যাহাতে আমরা বাঁচি তাহার উপায় করুন। মাজিষ্ট্রেটকেও তাড়াইয়াছি। দারগার দশা সাহেব স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। বাঁচিবার আশা যে আর নাই তাহা বুঝিয়াই আপাতত রক্ষার এক উপায় করিয়া আসিয়া ছি মাত্র। আমরা বিদায় হইলাম। আর আমাদের দেখা পাইবেন না। এখন আপনাদের রক্ষার পথ আপনারা দেখুন। আমরা বিদায়। যদি প্রাণে বাঁচি, হুজুরে হাজির হইব। নতুবা এই শেষ দেখা—শেষ বিদায়। আমরা চলিলাম। এই কথা বলিয়াই লাঠীয়ালেরা ঢাল, সড়কী ফেলিয়া তখনি চলিয়া গেল। কাছারী আঙ্গিনায় দারগার মৃত দেহ পড়িয়া রহিল।

কার্য্যকারক মহাশয় কি করিবেন, কোথাকার খুন কোথায় আসিয়া পড়িল। কাহার খুন কাহার ঘাড়ে চাপিল। যাহারা খুন করিল তাহারা ত চম্পট। তাহাদের বাড়ী কোথা? কি নাম কাহারও জানা নাই। সকলেই অচেনা।

মাহাম্মদ বক্সের শরীর সহস্র খণ্ডে খণ্ডীত হইয়া চাপাই গাছির বিলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রকাণ্ড বিল—কোথায় কোন মাছ বা কচ্ছপের উদরে গিয়া পড়িল, কে বলিতে পারে? কা'ল মাহাম্মদ বক্স পাবনা—আজ মৎস্য কচ্ছপের উদরে!!

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠীতে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার কোলে অচেতন হন নাই। ভাবটা অচেতনের। মনে মনে নানা চিন্তা, মাহাম্মদ বক্সের পরিণাম দশা—পরাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফল!—চাকুরীর দায়ে প্রাণ বিয়োগ—কি উপায়ে অপরাধিগণকে ধৃত করিয়া শাস্তি দিবেন; বোধ হয় এই সকল চিন্তাই চক্ষু বুজিয়া করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি সঙ্গীয় লোকজন আসিয়া জুটিল।—সাহেব সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। এবং জমাদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "মাহাম্মদ বক্সের লাস কি হইল?"

জমাদার উত্তর করিল—ধর্ম্মাবতার! লাস শূন্যে শূন্যে যে কোথায় লইয়া

গেল, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। নিজের প্রাণ লইয়াই পালাইয়াছি। লাসের শেষ অবস্থা কিছুই জানিতে পারি নাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা করিয়া কুঠীর হেফাজতে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া, তখনি জিলায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। না—তখনই চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

হাত বাক্স।

যাহার জন্য চিন্তা—দিন রাত চিন্তা,—কত কৌশল, কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অধিকন্তু আরও শ্রম চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা আর কিছুই করিতে হইল না। নিষ্কণ্টকে, সমুদায় দলীল দস্তাবেজ সাগোলামের হস্তগত হইল। খুসীর সীমা নাই।—অছিয়তনামা যে বাক্সে ছিল, সে বাক্সটীও চুরি করিয়াছেন। কিন্তু সুযোগ ও সময়াভাবে বাক্সটি খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। এখন কি প্রকারে যথার্ত্ত অছিয়তনামার লিখিত সর্ত্ত ও নির্দ্দিষ্ট অংশ বদলাইয়া, জাল অছিয়তনামা প্রস্তুত করিবেন, এই চিন্তাই—সাগোলামের মাথা ঘুরিতে লাগিল। রাত্রে দেবীপ্রসাদের বাটীতে যাইবেন। অছিয়তনামার বাক্সটীও সঙ্গে করিয়া লইয়া দেবীপ্রসাদের সম্মুখে খুলিয়া অছিয়তনামা হইতে কোন কোন কথা পরিবর্ত্তন করিয়া কি কি কথা বসাইতে হইবে তাহার পরামর্শ যুক্তি অদ্যই করিবেন। অছিয়তনামা হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত যে ভাবে আছেন সেই ভাবেই থাকিবেন। কার্য্য সিদ্ধি হইলে নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিবেন, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা—ক্রমেই ঘোর অন্ধকার—রজনী সমাগতা। কাহাকে হাঁসা-ইতে—কাহাকে কান্দাইতে রজনী সমাগতা। সংসারী মাত্রই সংসারের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম, আরাম, ঈশ্বরে মন নিবেস করিলেন। মীর সাহেবও সেতার, তবলা এবং প্রিয় মসাহেব বসীরুদ্দীনকে লইয়া গান বাদ্য, হাসিতামাসায় মন দিলেন। সাগোলাম আহার করিয়া সকালে সকালেই নিদ্রার ভান করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। বাড়ীর অন্য লোক

ক্রমে আহারাদী করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে চলিয়া গেলে—সাগোলাম উঠিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, "আমি বিশেষ আবশ্যক জন্য বাহিরে যাইতেছি। আসিতে বিলম্ব হইবে।"

সাগোলামের স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই স্বামীর চরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন। কোন উত্তর করিলেন না।

সাগোলাম বিশেষ গোপনে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। চুরি করা হাত বাক্সটাও সঙ্গে লইলেন।—বাটীর বাহির হইতেই হাঁচিটিক্‌টিকি সকলি পড়িয়া গেল। কিন্তু তিনি সে দিকে দৃকপাতও করিলেন না। মাথায় চাদর জড়াইয়া, বাক্স বগলে দাবিয়া দেবীপ্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

দেবীপ্রসাদের চরিত্র ভাল ছিল না। সে সময় কেন অতি বৃদ্ধাবস্থাতেও নিশাচরের ন্যায় বাহির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সময়ে অনেক স্থানে "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" সহ্য করিতে হইয়াছিল, তত্রাচ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেবী—দিব্বি সাজ গোজ করিয়া বাহির হইতেছেন, এমন সময় সাগোলামকে দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন। এবং মায়া জানাইয়া ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন—"আপনিকি পাগল হইয়াছেন? একা একা এত রাত্রে বাটীর বাহির হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় হয় নাই? আপনার পায় পায় শত্রু, সর্ব্বদা সাবধান সতর্কে থাকা চাই। রাত দুপর সময় একা, কি আশ্চর্য্য!"

সাগোলাম বলিলেন—"কি করি, যে বোঝা মাথায় করিয়াছি, ভালয় ভালয় না নামাইতে পারিলে হয়। কিছুতেই মনের শান্তি নাই!"

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নূতন আর কি কথা আছে যে, এত রাত্রে?"

"না থাকিলে কি আসিয়াছি? এই দেখুন সেই অছিয়তনামার বাক্স। যদি খুলিতে পারি খুলিব না হয় ভাঙ্গিব। অছিয়তনামা দেখিয়া কোথায় কি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা আজ রাত্রেই আপনাকে বলিতে হইবে।"

"এবাক্স কাহার? এত মীর সাহেবের বাক্স নয়?"

"বলেন্ কি? সেই বাক্স। আমি বহু পরিশ্রমে এই বাক্স হাতে পাইয়াছি।"

"তা যাই হউক, না খুলিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। এই

দেখুননা ইহার নীচে রুই ধরা। মীর সাহেব এই বাক্সে অছিয়তনামা রাখিয়াছেন, আমারত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

"এখনি দেখিবেন। এখনি সন্দেহ দূর হইবে। এই দেখুন আমি আপনার সম্মুখেই খুলিতেছি।"

এক গোচ্ছা চাবি বাহির করিয়া সাগোলাম কত চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। এসকল চাবি অনেকবার লাগাইয়া দেখিয়াছেন। তত্রাচ দেবীপ্রসাদের সম্মুখে এক এক করিয়া লাগাইয়া দেখিলেন। একটীও লাগিল না। বাক্সও খুলিল না। শেষে বাক্স ভাঙ্গাই স্থির হইল। দেবীপ্রসাদ এক খানি "দা" আনিয়াদিলেন। সাগোলাম অতি কষ্টে বাক্সটা ভাঙ্গিয়া যাহা দেখিলেন, এবং যাহা পাইলেন; তাহাতে আর মুখে কথা সরিল না। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

দেবীপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সাহেব! দেখিলেন! বাক্সে কি আছে!" কাগজপত্রের নামও নাই। একদলা রুইর মাটি। বোধ হয় বহুকালের পুরাতন কোন কাগজপত্র রুইতে খাইয়া একেবারে মাটি করিয়াছে। বাক্সের তলা উল্টাইয়া মাটির দলা ফেলিয়া দিলেন। তলাতেও স্থানে স্থানে ছিদ্র। সাগোলামের মুখের ভাব এবং আকৃতিতে বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি এ জগতে নাই। দেহটা যেন অকারণে পড়িয়া আছে। এক প্রকার সঙ্গাহীন।—কত কষ্ট, কত পরিশ্রমে, যে চুরি করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। এমন সংঘাতিক বেদনা তাঁহার জীবনে অনুভব করেন নাই।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"আর চিন্তা করিয়া কি করিবেন। এবারেও ঠকিয়াছেন। সন্ধানী যথার্থ সন্ধান দিতে পারে নাই।"

"কিসে যে কি হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। ইহার কারণ কি? যে এই বাক্সের সন্ধান দিয়াছিল, সে মিছে বলিবার লোক নয়।

"সন্ধানীর দোষ না হইতে পারে, আপনিই আন্ধারে ভুল করিয়াছেন। সোণা-ধরিতে ছাই বাঁধিয়াছেন।

সাগোলাম অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক হইল। বোধ হয় আমিই ভুল করিয়াছি। যাহা হউক রাত্রও অধিক হইয়াছে, আজকার মত বিদায় হই।"

এই বলিয়া সাগোলাম যতনের ধন—বাক্সটী বগলে করিয়া উঠিলেন। দেবীপ্রসাদও রক্ষা পাইলেন। তাঁহার প্রাণে ভরসার জল গড়াইতে লাগিল। সাগোলামের—প্রস্থান তাঁহার গমন—

সাগোলাম ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছেন। সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটেই গৌরীনদী, গৌরীর স্রোত অবিরত বেগে কুমারখালীর দিকে যাইতেছে। নদীতটে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বাক্সটী গোপনে লইয়া আসিয়াছি—আবার এ ভাঙ্গা বাক্স ফিরাইয়া লইয়া কি করিব। এই বলিয়া বাক্সটী গৌরী গর্ভে ফেলিয়া দিলেন, এবং ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিয়া বিছানায় পড়িলেন। বালীসে মাথা দিলেন।

মীর সাহেবের আমোদ তখনও শেষ হয় নাই। বসিরুদ্দীন মাথায় পাগ বাঁধিয়া হাতে চামর ধরিয়া জারী আরম্ভ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

মিসেস্ কেনীর বিলাত যাত্রা।

টি, আই কেনী মাগুরা হইতে আসিয়া কুঠীর অবস্থা সমুদায় শুনিলেন। দারগার লাস পাওয়া যায় নাই; তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার দিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন—দারগার লাস ছাড়িয়া দেওয়া নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। মোকদ্দমাটা মাটি হইয়াছে। যাহা হউক কিছু দিনের জন্য প্যারীসুন্দরী মাথা নোয়াইয়া থাকিবেন। কুঠীলুটের মোকদ্দমা এপর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। তাহার পর আবার এই ঘটনা। এ মোকদ্দমার সাক্ষী প্রমাণের তত আবশ্যক হইবে না। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী। প্যারীসুন্দরীকে জব্দ করিতে আর বেশী চেষ্টা করিতে হইবে না। কোম্পানী বাহাদুরই এখন বাদী। দারগা খুন, কম কথা নয়। মোকদ্দমার খোঁজ খবর রাখা তদন্ত করা, আসামীগণকে ধরিয়া থানাদারের হাওয়ালা করাই এখন আমাদের কার্য্য। নাএব, দেওয়ান যাহাকে যাহা বলা আবশ্যক মনে করিলেন বলিয়া "প্রাইভেটরুমে" গুপ্ত কক্ষে যাইয়া বার দিলেন। মামেলা মোকদ্দমা বিষয়াদী এবং নীল, রেশমের অধিক আবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার

চিন্তা ও মনে মনে বাদানুবাদ করিয়া যাহা স্থির করিলেন মনেই রাখিলেন। এসকল চিন্তার পর আর একটী বিষয়ের আলোচনায় প্রবর্ত্ত হইলেন। মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাব্যস্ত হইল। মিসেস কেনীকে আপাততঃ বিলাত পাঠান কর্ত্তব্য। মেম সাহেবকে স্থানান্তর করিলে প্রধান একটী চিন্তা হইতে অবসর হওয়া যাইবে। বিশেষ—অন্য আর একটী চিন্তারও সুবিধা হইবে।

কেনী মনে মনে "মনের কথা" সুস্থির করিয়া মেম সাহেব নিকট বলিলেন। "প্যারীসুন্দরীর টাকা অনেক, জমিদারীও আমার অপেক্ষা অনেক বেশী, বুদ্ধিও বেশী, সাহসও বেশী। জমিদারের মেয়ে জমিদার, তাহার কথাই স্বতন্ত্র। সে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। দুবার তিনবার ঠকিলে কি ফেল করিলে, পারিয়া না উঠিলে যে, কখনই পারিবে না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

সেখানে অন্য লোক আর কেহই ছিল না। তত্রাচ কেনী, মিসেস কেনীর সহিত অতি মৃদু মৃদু স্বরে অনেক কথা বলিলেন। মাঝে মাঝে মেম সাহেবের চেহরায় আনন্দ আভা চমকিতে লাগিল। মুখেও ফুটিল "হোম"—

"হোম" যে কি জিনিস, "হোম" কথাটী যে কত মিষ্টী তাহা বিলাতী অন্তর না হইলে আমাদের অনুভব করার সাধ্য নাই। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের হোম্‌কে আমরা কেবল পদতলেই দলিত করিতে শিখিয়াছি। কি প্রকারে পূজিতে হয় তাহা জানি না। এই হোমেই যে, স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়, তাহাও স্বীকার করি না। এই ঝাড়, জঙ্গল, জলে ডোবা, সেঁত্‌সেঁতে, কুঁড়েঘর-শোভিত হোমই যে, পবিত্র স্বর্গ হইতে গরিয়সী, তাহাই বা কয় জনে মনে করি। সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও "হোমে" মায়া আছে। হোমের প্রতি যত্ন আছে, আদরও আছে। বিলাতি হৃদয়ে থাকিবারইত কথা। আমরা নিমক হারাম, আমরা কৃতঘ্ন, তাহাতেই এই দশা। আমরা বাঙ্গালী প্রায়ই মা বাপের মর্য্যাদা বুঝি না। সুপুত্র বলিয়াই, হোমের কুচ্ছা, হোমের গ্লানী, হোমটা একটা "নেষ্টী প্লেস, বাঙ্গলাদেশ পায়খানার সামিল" অধঃপাতে যাক—আমরা স্বাধীন। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ যথেচ্ছারূপ ব্যবহার করিতে পারি, আমরা স্বাধীন। আমাদের মন স্বাধীন। হোমের

আবার নির্দ্দিষ্ট কি? জগৎময় হোম। সমুদয় জগৎ আমাদের হোম। কনষ্টাণ্টীনোপল কি আমাদের নহে? সেণ্টপিটার্সবর্গ কি আমাদের হোম নহে? হোম কি আমাদের হোম নহে? যে দেশ, যে স্থান ভাল সেই আমাদের হোম্।

এ ত লাক্ কথার এক কথা, একথার উত্তর নাই। আমি উদাসীন পথিক। মনের কথা বলিতেছি।—এ জগতে আমার কেহই নাই, সে কথা আগেই বলিয়াছি। ধরিবার লক্ষ নাই, পা রাখিবার স্থান নাই। ইহার পরেও সময় সময় অনেকের নিকট পাগল সাব্যস্ত হইতে হয়। এ অবস্থাতেও পাঠক! হোমের জন্য পথিকের প্রাণ কাঁদে।

অনেক বাজে কথা বলা হইল। মিসেস কেনী হোমের নামেই গলিয়া পড়িলেন। তবে এখানেও অনেক সুখ, সেখানেও অনেক সুখ। বেশীর ভাগ জন্মভূমি।

হোমের আলাপেই মিসেস কেনী গলিয়া পড়িলেন। প্রাণ খুলিয়া স্বামী-মুখ চুম্বন করিলেন। বিশেষ আদরে প্রতিদানও পাইলেন। বিলাত যাওয়া স্থির হইল। মিসেস কেনীর বিলাত যাত্রার কথা পাকা হইয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতে সকলেই শুনিল মেম সাহেব বিলাত যাইতেছেন। বজরার দাঁড়ী, মাঝি, সাজ সরঞ্জাম সকলই সংগ্রহ হইল। পাঁড়ে, দোবে, চোবে, সিং চার জওয়ান নৌকা রক্ষক হইয়া চলিল। মিসেস কেনী বেলা ১২ টার সময় কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা যাইয়া বজরা বিদায় দিবেন জাহাজে চাপিবেন।

মেম সাহেব বিলাত যাত্রা করিলে টি, আই, কেনী তিন দিবস শয়ন-গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন না। কোন কাজ কর্ম্মও দেখিলেন না। মামলা মোকদ্দমার কথাও কিছু শুনিলেন না। সন্ধান নিলেই জানা যায় যে, সাহেব "সোয়ার ক্লামরায়।" কার্য্যকারকগণ অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাব্যস্ত করিলেন, মেম সাহেব বিলাত গিয়াছেন; তাহাতেই সাহেবের মন ভাল নাই।—কাজ কামের দিকে তত মন নাই।

সাহেবের মন ভালই থাক আর যাহাই থাক, তিন দিন তিন রাত্রের পর কেনী সাংসারিক কার্য্যে হাত দিলেন। কুঠীর লোকে দেখিল সাহেব নীচে

নামিয়া ফুলবাগানদিক যাইয়া পাচারী করিয়া বেড়াইতেছেন। "পাইপ" চলিতেছে।

কেনী শুধু পাচারী করিতেছেন না। মনের কথা মনেই তুলিতেছেন, মনেই আলোচনা, মনে মনেই মীমাংসা করিতেছেন।—

প্যারী সুন্দরীর সহিত মোকদ্দমা চলিল। মোকদ্দমার ফলাফল দেখিয়া পরে অন্য কথা। পাংশার ভৈরব বাবু, নলডাঙ্গার রাজা, নড়ালের রতন রায়, এই তিনটীই এখন দেখিতেছি। কিন্তু ইহাদের সহিত লাঠালাঠী, মারামারী নাই। আইন আদালতের মার পেঁচে আমাকে জব্দ করিবেন, তারই জোগাড় হইয়াছে। চলুক—কিন্তু মারামারী, লাঠালাঠী না হইলে মনে স্ফূর্ত্তি হয় না। আমি প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা কেহই ওপথে যাইতে চাহে না।

ভৈরব বাবু ভারী চতুর! কিছুতেই দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভেড়ে না। বাবুকে বশে আনার জন্য এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। নিকটে নয় কি করি। আচ্ছা এবারে এক হাত বাবুর সহিত খেলাইতে হইবে।

কেনী পাচারী করিতেছেন। একবার দক্ষিণ মুখী হইতেছেন, আবার ফিরিয়া উত্তর দিকে যাইতেছেন। একবার দেখিলেন, হরনাথ কতকগুলি কাগজপত্র হস্তে করিয়া বাগানের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সাহেবের নজর পড়িতেই হরনাথ প্রায় মাটি পর্য্যন্ত মাথা নোওয়াইয়া সেলাম বাজাই-লেন। কেনী ইঙ্গিতে হরনাথকে ডাকিলেন। হরনাথ বাগানের মধ্যে আসিয়া পুনরায় দস্তুর মত সেলাম বাজাইয়া খাড়া হইলেন। কথা চলিল—

মোকদ্দমার কথা—খুনী মোকদ্দমার কথা, লুটের মোকদ্দমার কথা, রাজার কথা, নড়াইলের কথা, নানা কথা চলিতে লাগিল। হরনাথ সাহেবের পিছে পিছে হাঁটিতে লাগিলেন। তাহার হাওয়া খাওয়া—ইহার প্রাণে মরা। পাঠক! আমরা নির্জ্জীব বাঙ্গালী, হাওয়া খাইতে ভালবাসি না। ঘরে বসিয়া কেবল বাতাস খাইতে বড়ই ভালবাসি। হরনাথের গা দিয়া ঘাম ছুটিল। কেনী একটী কথায় রাগিয়া দাঁড়াইলেন। হরনাথ রক্ষা পাইল।

কেনী বলিতে লাগিলেন—"আমি ভয় করিনা—আমি তোমার বাঙ্গালার সকল ভেদ বুঝিয়াছি। বাঙ্গালার—সাহস, বল, বিক্রম সকলি জানিয়াছি। বাবুকে একবার দেখা চাই। তোমরা আমাকে এই মাত্র খবর দিবে যে,

অমুক তারিখে ভৈরব বাবুর জমিদারীর সদর খাজনা অমুক পথে যশোহর রওয়ানা হইল। আর আমি কিছুই চাই না। এই খবরটী চাই মাত্র।”

হরনাথ যে আজ্ঞা, যে হুকুম হুজুরের, বলিয়া আবার সেলাম বাজাইয়া বাগানের বাহির হইলেন। সাহেবও শয়ন কক্ষে ঢুকিলেন।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

পাঠক বিরক্ত হইবেন না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পথিকের মনের কথা শুনিয়া যাইবেন। একথার বাঙ্গুনী, মিল গরমিলের দিকে আদৌ লক্ষ্যই নাই। মনের কথা, তায় আবার কানে শোনা। সে সোনাও সেই ছোট বেলায়। অসংলগ্ন, ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। যেখানে সন্দেহ, যেখানে গর-মিল বোধ করেন, দয়া করিয়া নিজগুণে সংশোধন ও সংলগ্ন করিয়া লইবেন। মনে হয় ?—পোষা পাখীর কথা মনে হয় ? জকি গাড়ওয়ানের পোষা পাখী। বুলি ধরিয়াছে, বেশ কথা কয়—মনে হয় ? কেনী যে কথাটা শেষে বলিয়া ছিলেন মনে আছে ? “উচিৎ মূল্য দিয়া আনিবে, সকের জিনিস জবরানে লইব না।”

পাখীটার কি হইল ? জকি সম্মত হইয়া দিল—কি জবরানে আনা হইল, সে কথা এপর্য্যন্ত মুখে আনি নাই। কিছু আভাষ প্রথম তরঙ্গে দিয়াছি। মার্জ্জনা করিবেন, সময় পাই নাই।

ডাকে খবর আসিল—মিসেস কেনী নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁহছিয়া জাহাজে উঠিয়াছেন। কেনী একদিকে নিশ্চিন্ত হইলেন। মেম সাহেব ফিরিয়া আসিতে আসিতে এদিকে প্যারীসুন্দরী টিকিবেন কিনা ? তাহাতেই সন্দেহ! ইহাতে কার বালা কে পরায় ? আর কার স্যাড়ী কে পরে ?

টি, আই, কেনী নিয়মিতরূপে বিষয়াদির কার্য্য করেন, এবং প্রায় সকল সময়েই কুঠীতে থাকেন। ডিহি দেখিতে আর,—কুঠীর বাহির হন না। আপীস দালানে বসিয়া মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ করিতে করিতে, বিষয়াদির কাব দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উঠিয়া জান। কিছুক্ষণ শয়ন ঘরে থাকিয়া আবার আপীস ঘরে আইসেন। দশ পোনের মিনিট অতীত না হইতেই

পুনরায় শয়ন কক্ষের দিকে ছুটিয়া জান। কেন জান? তিনিই জানেন। কেন তাহার মন এত উতলা তিনিই জানেন।

অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? প্রভুর অনুগ্রহ পাত্র হইলে, তাহার অদৃষ্ট ফিরিতে কতক্ষণ? জকি গাড়ী চালাইত,* কুলি, মজুরের সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিত এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে। জকি এখন আর গাড়ওয়ান নাই। এক ময়নাই জকির সকল দুঃখ ঘুচাইয়াছে।

মিসেস্ কেনী কুঠীতে থাকিতে জকিকে কেহ কুঠীর হাতায় দেখে নাই সেই গাড়ীর আড্ডায়।—

এখন দিন দিন জকির উন্নতি—কপালের জোরে ক্রমে ক্রমে সাহেবের ঘরের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সকলেই শুনিল, জানিল এবং দেখিল, সাহেব জকিকে বড়ই ভাল বাসেন। সাহেবের ইস্তক রন্ধন-শালা, লাগাএদ শয়ন কক্ষ, সকল স্থানেই জকির সমান অধিকার! সোণাউল্লা যে, এত বিশ্বাসী খানসামা ও পুরাতন চাকর, সময়ে সময়ে জকি তাহাকেও কটু কথা কহিতে ক্রটি করে না। সাহেবের পেয়ারা চাকর বলিয়া সোণাউল্লা কিছুই বলে না। ক্রমে জকির নাম জাঁকিয়া গেল। যে জকিকে কুঠীর আমীন, তাগাদগীর, প্যাদা, পাইক যাইচ্ছা তাই বলিয়াছে, এখন বড় বড় আমলা—বড় বড় লোক জকির নামে চম্‌কিয়া উঠেন। যে দেখে, জকির সহিত যাহার দেখা হয়, সেই আদর করে, ভালবাসে।—কেমন আছ—জিজ্ঞাসা করে—মায়া দেখায়, মমতা জানায়। সময় সময় কার্য্য উদ্ধারের জন্য জকিকে কেহ কেহ সেলামীও দেয়।

জকি সাহেবের নিকট বলিতে পারুক বা না পারুক, সাহেবের অনুগ্রহও ভালবাসা দেখিয়া সকলেরই বিশ্বাস যে, জকি যাহা বলে, সাহেব তাহাই শুনেন। অল্প দিনের মধ্যে জকির কপাল একেবারে ফিরিয়া গেল। জকি যাহা বলিত প্রায়ই তাহা হইত। জকি বলিল, উহার চাকুরী যাইবে, রাত্র প্রভাত হইতে না হইতে সাহেবের অর্ডার পাস হইল। নির্দ্দোষী বেচারীর চাকরী গেল। জকি বলিল আজ ঐ আমীন বেটার পীঠের চামড়া উঠাইব, সূর্য্য ডুবিতে না ডুবিতে আমীন মহাশয়ের পীঠে চাবুক পড়িল, চামড়াও উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া জকির নামে অনেকেই কাঁপিতে লাগিলেন। এখন

যা করে জকি।—আমীন, তাগাদগিরী, খালাসী, পাইক, বরকন্দাজ, প্যাদা, বাবরচি, খানসামা, খেদমতগার জকির জালায় অস্থির হইয়া পড়িল। জকি অনেক সময় প্রধান প্রধান কার্য্যকারকদিগের প্রতিও হুকুম চালাইত। তাঁহারা মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়া জকির হুকুম তামিল করিতেন।

দিন দিন জকির অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বাটীতে বড় বড় ঘর উঠিল। বাঁশের খুটী উঠীয়া শাল কাঠের খুটী হইল। ভাল ভাল গরু ও ভেড়াতে গোশালা পরিপূর্ণ হইল। প্রতিবাসীরা শেষে গ্রামস্থ লোকেরা সকলেই জকিকে ভাল বাসিতে লাগিল। সদাসর্ব্বদা জকির বাটীতে লোকের গতিবিধি, আমোদ আহ্লাদ, লেনা দেনা, কথাবার্ত্তা, পরামর্শ চলিতে লাগিল। যে জকি এক কাঠা ধানের জন্য মহাজন বাড়ীতে ছালা পাতিয়াছে। আজ মনিবের ভালবাসায়, গোলা ভরা ধান, বাক্স ভরা টাকা। কত লোককে ধান কর্জ্জদেয়, টাকা কর্জ্জ দেয়। জকি এখন মহাজন। ইচ্ছাধীন চাকুরী। পরিবার মধ্যে এক স্ত্রী। যে কারণেই হউক জকি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল।

জকির ময়না বেশ কথা কয়। মানুষের মত কথা কয়—কাণ পাতিয়া কথা শুনে। কথার উত্তর করে। এ বিবাহের কথা শুনিয়া কিছুই বলিল না।

জকির বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয় সাহেব দিবেন। সাহেবই ভাল বাসিয়া আবার বিবাহ দিতেছেন, কুঠীর লোকে এই বলিতে লাগিল। এক বলিতে দশ জনে রাজি হইল। সতীনের ঘর বলিয়া কেহই কোন আপত্তি করিল না। সপ্তাহ মধ্যে বাজি বাজনায়, জকির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের খাওয়া দাওয়া বিদায়, ইত্যাদি গোলযোগ মিটিয়া গেল। একদিন টি, আই, কেনী জকিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, যে আজ হইতে তোমার অন্য কাজ আর কিছুই করিতে হইবে না। কেবল আমার হাতি, ঘোড়া, গরু ইত্যাদির তদারক করিবে, আর ইহাদের দানার বন্দবস্ত তোমার হাতে থাকিবে। সুবিধা মত প্রতিদিন কোন সময়ে একবার কুঠীতে আসিয়া হিসাব মত দানা বাহির করিয়া মাহুত ও সইসের জেম্বা করিয়া দিয়া যাইবে। আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না। সেই হইতে জকি দুই এক দিন পর কি সপ্তাহে একদিন কুঠীতে যাইয়া দানা বাহির করিয়া দিয়া আসিত। আর কোন

সময় কুঠীতে যাইত কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না। একদিন জকি কুঠী হইতে আসিতেছে বাটীর নিকটেই জকির খুড়ত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হইল, তাহার নাম কি আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাহার বাসস্থান জকির গ্রামে নয় নিকটেও নয়, পূর্ব্বে এক বাড়ীতেই ছিল, এক্ষণে সুন্দরপুর প্যারীসুন্দরীর এলাকার বাড়ী করিয়াছে। জকি বহুদিনের পর ভাইকে পাইয়া—খুব খুসি হইল। বাটীতে লইয়া গিয়া হাত, পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। ভাল একটী মাদুর ও পরিকার একখানি কাঁথা ও একটী বালিশ আনিয়া বাহির বাটীর ঘরে বিছানা করিয়া দিল। জকির বাটীতে ডাবাহুকার অভাব ছিল না। তামাক সাজিয়া একটা নিজে খাইতে খাইতে আসিল, আর একটী ভাইয়ের হাতে দিয়া দুই ভাইতে কথা বার্ত্তা চলিল। অন্যান্য কৃষক হইতে জকির অবস্থার উন্নতির সহিত খাদ্যাখাদ্যেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। ঘরে খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই—সকল সময় খাজা, বাতাসা, চিড়ে, মুড়খী, গুড়, দুধ, সকলি থাকিত। ঐ সকল জিনিসে ভাইকে জল খাওয়াইয়া সন্ধ্যার পরেই ভাতের জোগাড় করা হইল। দুই ভাই একত্রে আহার করিয়া অনেক কথা বার্ত্তার পর, আগন্তুক ভ্রাতা প্রত্যূষেই বাড়ী যাইবে বলিয়া বিদায় হইয়া রহিল।

দুই দিন পর জকি, ছোট স্ত্রীকে বাটীর কাজ কর্ম্মের কথা বলিয়া, শেষে বলিল যে, আমি ভাইয়ের বাড়ীতে সুন্দরপুর যাইতেছি। বাটীর কাজ কর্ম্ম দেখিয়া করিও। ভাইয়ের বাড়ী আজ যাইতেছি, ২।১ দিন বিলম্ব হইতে পারে। এই কথা—ছাতা, লাঠী লইয়া, রঙ্গান গামছা খানা কাঁধে করিয়া বাটীর বাহির হইল। দুই দিন চলিয়া যায়, জকির খোজ খবর নাই। কুঠীর ঘোড়া গরুর দানা বন্ধ। কারণ জকির হাতেই দানার ঘরের চাবি। জকির বাটী পর্য্যন্ত খোজ করা হইয়াছে জকির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কুঠীর লোকে জকির বাহির বাটী হইতেই জিজ্ঞাসা করে। কেহ বাটীর মধ্যে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় না। সর্দ্দার, পাইক, মৃধা, বরকন্দাজ, প্রভৃতিরা অন্যান্য বাজে চাকরের বাটীর উপর জোর জবরানে চলাফেরা করে—জকির বাটীর উপর গিয়া বড় করিয়া কথা কহিতেও কাহার সাহস হয় না। জকি বাটীতে নাই এস্থির করিয়া শেষে সাহেব পর্য্যন্ত খবর হইল যে, জকি বাড়ীতে

নাই। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। দুই দিন যায় কোন খবর নাই। গুদাম বন্দ, দানা বাহির করার কোন উপায় নাই। ঘোড়া গরু মারা পড়িল।

টি, আই, কেনী বলিলেন—জকি যেথানে গিয়াছে আমি জানি, গুদামের চাবি বোধ হয় তাহার বাড়ীতেই রাখিয়া গিয়াছে। চাবি আনিয়া গুদাম খুলিয়া দেও। জকিকে জব্দ করিবার আসয়ে যাহারা সাহেব পর্য্যন্ত এতলা দিয়া ছিল তাহারা বড়ই অপ্রস্তুত হইল।

পরদিন জকি বাটী আসিয়া বাটীর কাজ কাম দেখিয়া কুঠীতে যাইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া আসিল। জকির বিরুদ্ধে সাহেব নিকটে কোন কথা কহিতে কেহই আর কোন দিন সাহসী হইল না।

জকি তিন চার দিন বাটীতে থাকিয়া কোথায় চলিয়া যায়। সুন্দরপুর হইতে কুটুম্ব স্বজনও প্রায়ই আসা যাওয়া করে। গোপনে গোপনে অনেক পরামর্শও হয়। এই সকল দেখিয়া ময়না ভারি চটিয়াছে। লোক জন চলিয়া গেলে মিষ্ট মিষ্ট রাগের সহিত বলিতে লাগিল "এত ঘন ঘন ভায়ের বাড়ীতে যাওয়া ভাল হইতেছে না। মারা পড়িবে।" তাহাতে জকি যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া ময়না মাথা হেট করিয়া রহিল।

একাদশ তরঙ্গ।

ভয়ানক ব্যাধি।

রাত্র জাগরণেই হউক কি অন্য কোন অনিয়মেই হউক মীরসাহেব পিড়ীত হইলেন। পীড়ার কএক দিন পূর্ব্বে রাত্রে দুগ্ধপান করিতে দুগ্ধের স্বাদ বিস্বাদ বোধে সে দুগ্ধ পান না করিয়া ফেলিয়া দিয়া ছিলেন। কিন্তু সেই হইতে শরীর অসুস্থ, ক্রমে জর, ভয়ানক জর—একেবারে চৈতন্য রহিত। মীরসাহেব বাহির দালানের কুঠরীতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। মাঙ্গন, বিনোদ বিশ্বাসী চাকর, তাহারা নিকটে আসেন না। এক মাত্র গরিবুল্লা। যথা সাধ্য মনিবের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। বাড়ী পোরা লোক জন, কেহই তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না। কি মনে করিয়া যে, মনিবের পীড়ার সময় সেবা

শুশ্রূষা করিতে নারাজ, তাহা তাহারাই জানে। একা গরিবুল্যা কি করিবে? বাটীর অন্যান্য লোক জন স্বচ্ছন্দে "খানা পিনা" করিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। বাড়ীতে যে একটী পিড়ীত লোক আছে—সেকথা যে কাহারও মনে আছে ভাবে এরূপও বোধ হয় না। কেবল বসিরুদ্দীন সদা সর্ব্বদা দেখা শুনা করে। সা গোলাম বসিরুদ্দীনকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। বসিরুদ্দীন দিকে নজর পড়িলেই মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে ঘুরিয়া বসেন। বাটীর কর্ত্তা ব্যক্তির কু-দৃষ্টি হইলে কয় দিন কে টিকিতে পারে? বিশেষ বসিরুদ্দীন যাঁহার বলে সা গোলামকে গ্রাহ্য করিতেন না, সে দাঁত কিচি মিচির ভয় করিতেন না, তিনি শয্যাগত পিড়ীত। উঠিবার শক্তি নাই, বসিবার শক্তি নাই, কথা বলিবার শক্তি নাই, তাঁর কথা কে শুনে। বিশেষ নূতন আমল প'লে, পুরাতনে প্রায়ই [illegible]কের ঘৃণা হয়। কোন দোষ না থাকিলেও, একটু বেশী পরিমাণ আদ[illegible]র লোভে, সাচা, মিছা, হক, নাহক সাত কথা বলিয়া মন [illegible] [illegible]তে চেষ্টা করে। এ গুণটা প্রায়ই মোশ্তা খোরা জাতি কুটুম্ব এবং বাড়ীর চাকর চাকরাণী ও দাস দাসীর হইয়া থাকে।

দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি, কষ্টের একশেষ। রোগীর পথ্য, সেবা শুশ্রূষার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। কে প্রস্তুত করে, কে চেষ্টা করে, কেইবা যত্ন করে, কেইবা কার কথা শুনে? সা গোলাম মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু রোগীর আপাদমস্তক এক ধ্যানে চক্ষু পাতিয়া দেখিতেন। নাড়ী জ্ঞান ছিল কিনা জানি না। সা গোলাম মনের ব্যাগ্রতায় কোন কোন দিন শ্বশুরের হাত ধরিয়া নাড়ীর গতি দেখিতেন।

টি, আই, কেনীও শুনিতে পাইলেন যে, মীর সাহেব অত্যন্ত পীড়িত। হাতীতে চাপিয়া, মীর সাহেবকে তখনই দেখিতে আসিলেন। সে দিন মীর সাহেব একটু ভাল। কেনী আসিয়া দেখিলেন, সা গোলাম একজন কবিরাজের ঔষধ মীর সাহেবকে খাওয়াইতে জিদ করিতেছে—মীর সাহেব খাইবেন না, কবিরাজের ঔষধ খাইবেন না বলিয়া ঔষধ খাইতে অস্বীকার হইতেছেন। সা গোলাম কত অনুনয় বিনয় করিতেছেন। মীর সাহেবের পীড়া শীঘ্র শীঘ্র আরাম হওয়ার জন্য সা গোলাম বড়ই ব্যস্ত। টি, আই, কেনী চিকিৎসা শাস্ত্র ভালই জানিতেন। নানা প্রকারের ঔষধ তাঁহার

কুঠীতে থাকিত। কোন পিড়ীত ব্যক্তি ঔষধ চাহিলে বিনা মূল্যে দান করিতেন। কেনী মীর সাহেবের হাব ভাব, চক্ষু দেখিয়া কি পীড়া, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পীড়ার প্রথম অবস্থা এবং এপর্য্যন্ত কি কি ঘটিয়াছে কি প্রকার চিকিৎসা হইতেছে, সমুদয় বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কেনীর মুখের ভাব দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই বুঝিল যে, মীর সাহেবের পীড়ার ভালরূপ চিকিৎসা হইতেছে না। ইহা ভিন্ন মানুষে আর কি বুঝিবে? কেনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সা গোলামের দিগে চাহিয়া রহিলেন। কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে মীর সাহেবকে বলিলেন— আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার ঔষধ করিব। কুঠীতে গিয়াই আপনার ঔষধ পাঠাইব। আমি জরের কথা শুনিয়া কএকটী ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি আপনার এ জর ভয় [illegible] জর, [illegible]কে জর, আর ভয় নাই। আরাম পাইবেন। আজ যে ঔষ[illegible] [illegible]ইব, তাহা খাইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার ঔষধে আরাম পাইবে[illegible]। আমি আপনাকে বার বার নিষেধ করিতেছি, কাহারও ঔষধ খাইবেন না। আমি এখনি ঔষধ পাঠাইয়া দিব। যে যে নিয়মে পান করিতে হইবে, তাহাও পত্রে লিখিয়া পাঠাইব। টি, আই, কেনী এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সা গোলামের মনের আশা পূর্ণ হইল না। যে নূতন চাল চালিয়াছিলেন, তাহাতে কিস্তি মাত্‌ হইল না। কেনীর ঔষধ ভিন্ন মীর সাহেব আর কাহারও ঔষধ খাইবেন না। সা গোলাম স্বয়ং কমল কবিরাজের বাড়ীতে গিয়া যে যে ঔষধের জোগাড় করিয়া আনিয়া ছিলেন, তাহা কবিরাজের পুটুলীতেই রহিয়া গেল। প্রাণ বাঁচিল, টাকাও থাকিল। উপস্থিত ঘটনায় সা গোলাম মনে মনে হাসিলেন কি কান্দিলেন, তাহা তাঁহারই মনে জানে। প্রকাশ্যে সকলের নিকটেই বলিলেন—ঔষধ না খাইলে আর আমি কি করিব! কমল কবিরাজের মত কবিরাজ বোধ হয় এদেশে আর নাই। তারই ঔষধে যখন তাঁর ঘৃণা, তখন আর ভরসা নাই। সাহেবের ঔষধ যত ভাল হয় দেখ্‌তে পারবেন। সা গোলাম কমল কবিরাজকে অনেক কথা কহিয়া বিদায় করিলেন। একটী টাকা দর্শনী দিলে কবিরাজ মহাশয় আর দুটী কথা বলিতেন না। সা গোলাম শ্বশুরের খাতিরে এক মুটো টাকা কবিরাজের

হাতে দিয়া, কবিরাজ বিদায় করিলেন। ব্যবস্থা লওয়া হইল না, ঔষধও গ্রহণ করা হইল না। এক মুটো টাকা দিয়া কবিরাজ বিদায় করিলেন।

টি, আই, কেনীর প্রদত্ত ঔষধ বসিরদ্দীন মহা যত্নে মীর সাহেবকে সেবন করাইলেন। এত দিনের পর ঔষধ সেবন মাত্রেই চক্ষে নিদ্রা আসিল; ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সা গোলাম এত দিন নিশ্চিন্ত রহেন নাই। মীর সাহেবের বাক্স, পেটারা ও সিন্দুক মাঙ্গন, বিনোদের সাহায্যে তন্ন তন্ন করিয়াছেন, কোন স্থানেই অছিয়তনামা প্রাপ্ত হন নাই। খুজিতে আর বাকী নাই। শেষে মীর সাহেবের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে, সা গোলামের মনে হইল যে, হা! এত সুযোগ পাইয়াও তাঁহার হাত বাক্সটী খুজিলাম না কেন? যদিও বাক্সটী মীর সাহেবের নিকটেই থাকে, চেষ্টা করিলে অবশ্যই দেখিতে পারিতাম; তাহার মধ্যে কি আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারিতাম। এইক্ষণে সে উপায় আর নাই। ক্রমেই সুস্থ হইতেছেন। হাত বাক্সের কাছে যায় কে? একটী কথা—সামান্য হাত বাক্স মধ্যে যে ঐ মহামূল্য দলীল রাখিয়াছেন, তাহাই বা কি করিয়া বিশ্বাস করি।

অছিয়ত নামার চিন্তাই—সা গোলামের প্রধান চিন্তা। মীর সাহেব দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। চাকরেরাও কিছু কিছু করিয়া নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ মধ্যে একবারে নিরোগ হইয়া কার্য্যক্ষম হইলেন। কেনী প্রতিদিন মীর সাহেবের খবর লইতেন। ক্রমেই ভাল কথা ভাল খবর, একেবারে নিরোগ হইয়াছেন শুনিয়া একদিন মীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মীর সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, আপনি প্রতিদিন খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবেন, ঠাণ্ডা জিনিস খাইবেন।

কেনী পীড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া শেষ সা গোলামের কথা তুলিলেন।

মীর সাহেব বলিলেন, "দুলা মিয়া" আজ বাটীতে নাই; চাপড়ার বিলে পাখী শিকার করিতে গিয়াছেন।

কেনী বলিলেন, আপনার জামাতা বড় চতুর। বুদ্ধিও খুব পেঁচাও। যে মানুষের ভ্রূ সর্ব্বদাই কুঞ্চিত থাকে তাহার মন সরল নহে।

মীর সাহেব বলিলেন, বুদ্ধি যে খুব পেঁচাও, তাহা জানিয়াই বিষয়াদির কাজ কর্ম্ম সমুদয় তাহার হাতে দিয়াছি। বিষয়াদির চিন্তায় আর আমাকে এখন চিন্তিত হইতে হয় না। কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। আমাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না। খুব চতুর ছেলে। বেস সুখে আছে।

কেনী একটু হাসিয়া বলিলেন। জামাই পরের ছেলে।

মীর সাহেব বলিলেন, না না, সে পরের ছেলের মত পর নহে। আমাকে বিশেষ ভক্তি করে, পিতার ন্যায় পূজা করে, মান্য করে। আমার পীড়ার সময় নিজে কবিরাজের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া কবিরাজ আনিয়াছিল। ঔষধ খাওয়াইতেও কত যত্ন করিয়াছিল, কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিল। কবিরাজের ঔষধে আমার ভক্তি নাই বলিয়া খাই নাই। তথাচ সা গোলাম কবিরাজকে টাকা দিতে কম করে নাই।

কেনী বলিলেন। ভাল হয় সে ভাল কথা। কিন্তু হঠাৎ হাত ছাড়া করিবেন না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবেন।

মীর সাহেব কেনীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল তাঁহার মুখে কোন কথাই আসিল না। একটু পরে বলিলেন ভাল কথা—দারগা খুনের কি হইল?

"সে মোকদ্দমায় মহা হুলস্থূল বাধিয়াছে। শেষে সে কথা বলিব। বলুনত পাংশার * ভৈরব বাবু সম্বন্ধে কি করি। তিনি আমার সহিত সময় সময় দেখা করেন বটে, কিন্তু আসল কাজে ভিড়িতেছেন না। লোকটী ভারি চতুর বটে। আমি বাঙ্গালা দেশের অনেক লোককে দেখিলাম। অনেকের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিলাম। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্যারী সুন্দরী,—নাম করিতেও ভয় হয়। আর পুরুষের মধ্যে ভৈরব বাবু। ভৈরব বাবুর আরও গুণ এই যে, তিনি নিতান্তই কৌশলী, দাঙ্গা ফসাদে অগ্রসর হইতে চাহেন না। বিষয়াদি লিখিয়া দিতেও অস্বীকার হন না। অথচ এরূপ ভাবে লিখিত পড়িত করিতে চাহেন যে, আমি তাঁহার একটা তহশীলদার মাত্র থাকি। বিনা ব্যয়ে খাজনার টাকা মাস মাস পান। ইহাই তাঁহার আন্তরিক ভাব। নিজের লাভ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহেন না।

* পাংশা গ্রামের নাম।

"ভৈরব বাবু বড় ঘরানা বুনিয়াদি বাবু। আমাদের সহিত এত নিকট সম্বন্ধ যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন প্রকার হিংসার ভাব নাই। পুরুষানুক্রমে ভ্রাতৃভাব চলিয়া আসিতেছে। জাতিয় বিদ্যায় মহা পণ্ডিত, ফারসী, আরবীতে ও মহা বিদ্বান, সঙ্গিত বিদ্যায় এদেশে অমন গুণী লোক আর দ্বিতীয় কেহ নাই। যাহাই করুন তাঁহাকে সম্মত করিয়া করিবেন। এইটী আমার বিশেষ অনুরোধ।

তাঁহার অসম্মতিতে আমি কিছুই করিব না। কিন্তু তিনি কেমন ভৈরব বাবু আমি একবার পরীক্ষা করিব। তিনি বাঙ্গালা দেশের বুদ্ধিমান, চতুর। আমিও বিলাতী "সয়তান" দেখি তাঁহার বাঙ্গালী বুদ্ধির দৌড় কত? আমি তাঁহার সহিতে বিবাদ করিব না, কেবল বুদ্ধির দৌড় দেখিব। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বুঝিব।

মীর সাহেব বলিলেন—আচ্ছা তা দেখ্‌বেন—প্যারী সুন্দরীর কি হইল?

কেনী বলিলেন হাঁ হাঁ সে কথাটা বলিতে ভুলিয়াছি। জানেন—আমরা বিলাতের লোক যতগুলি এই দেশে বাস করিতেছি, আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া মনের কথা বলিতেছি, কিন্তু আমাদের মনের নিগুঢ় তত্ব—গুপ্ত-কথা কখনই পাইবেন না। আপনি দেখিবেন, কালে প্যারী সুন্দরীর যথা সর্ব্বস্ব যাইবে। খুঁচি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। এ ঘটনা শীঘ্র ঘটিতেছে না। কারণ এখনও টাকার অভাব হয় নাই। ঘটিতে বিলম্ব আছে। কুঠী লুটের মোকদ্দমায় হাজিরা আসামীগণ সাতটী বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছে। দারগা খুনের মোকদ্দমায় স্বয়ং কোম্পানী বাদী। শীঘ্রই দেখিবেন সুন্দরপুরের জমিদারী খাস হইয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়াছে আর অধিক কি বলিব।

"আমিও একবার সৌলি * যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার এই গোলযোগে সেবারে যাইতে পারি নাই। তাহার পরই জর,—জর নয় বিষম জর, প্রাণ নিয়ে টানাটানী।

"আরও কএকদিন বিলম্বে যাইবেন। শরীরটা ভাল করে সুধ্‌রে যাক,

* গ্রামের নাম, মীর সাহেবের ভগ্নীর বাটী—সিরাজগঞ্জের অধীন।

তার পর যাইবেন। আর একটী কথা—বিরক্ত হইবেন না। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু সাবধান সতর্কে দেখিয়া শুনিয়া খাইবেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কেনী উঠিলেন। মীর সাহেব কেনীর সঙ্গে সঙ্গে দালানের সিঁড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। কেনী সেকৃহাণ্ড করিয়া অশ্বে চাপিলেন। সইস, বরকন্দাজ প্রভৃতি কেনীর সঙ্গের লোক জন মীর সাহেবকে ভক্তির সহিত সেলাম করিয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

অনন্ত আকাশে ময়নাপাখী।

আশাই জীবনের আশ্রয়, আশাই সংসারের মূল।—আশাই মানব হৃদয়ের একমাত্র ভরসা। ভাবিতে গেলে—আশাতেই সংসার। কে না জানে মরিতে হইবে। তথাচ মরিতে অনিচ্ছা হয় কেন? মরিবার নামে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে কেন? আজ যদি কেহ বলে যে, কা'ল তোমাকে মরিতে হইবে;—আর তাহা যদি নিশ্চয় হয়; তবে কা'ল কেন? যখন মৃত্যুর কথা কানে প্রবেশ করে, তখনই যেন মরিয়াছি বলিয়াই বোধ হয়। মরণে ভয় করিয়াও আশার কুহকে পড়িয়া মরণ কথাটী একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে করিয়াছি, জগৎ চিরস্থায়ী—সুখ চিরস্থায়ী,—আমিও চিরস্থায়ী। এত ভ্রম হইবার কারণ কি? আর কিছুই নাই, কেবল একমাত্র আশা। আশা আমাদিগকে মাতাইয়াছে,—মজাইয়াছে। আশাই আমাদিগকে ভুলাইয়াছে।

জকির আশা কি? সে কি আশায় সুন্দরপুর গ্রামে ভ্রাতার বাড়ী যাওয়া আসা করিতেছে। গরু, লাঙ্গল, জমী, বাড়ী, ঘর, ধান, টাকা যাহা জকির আশা ছিল, সকলইত একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর কি আশা? এ ভাইত পূর্ব্বেও ছিল। আগে এত যাওয়া আসা হয় নাই। এখন এত ঘন ঘন আসা কেন? আর একদিন ছাতী, লাঠী হাতে করিয়া জকি ভ্রাতার বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলেই ময়না বলিল—"দেখ কুটুম্ব বাড়ীতে এত যাওয়া আসা ভাল নয়।"

জকি দাঁড়াইয়া লাঠী দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিল—"একটা কথা ছিল তাহাতেই"—

"কথা থাকুক বলত সুন্দরপুর যাওয়া আসার কথা সাহেবের কানে গেলে কি ঘটিবে? তুমি সাহেবের প্যারা চাকর, তুমি সাহেবের শত্রুর এলাকায় কুটম্বিতা করিতে যাও। নিশ্চয় জে'ন, সাহেবের কানে গেলে তিনি হাড়ে হাড়ে চটে যাবেন। জল, জঙ্গল, মনিব কোন কালেই আপন নহে। আবার প্যারী সুন্দরীও সাহেবের প্যারা চাকর—মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

"প্যারী সুন্দরী আমাকে কিছুই বলিবেন না। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসেন।"

ময়না আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "তিনি তোমাকে ভাল বাসেন? তার মানে কি! তুমি কি তাঁহার বাটীতে যাও না কি?"

জকি চুপে চুপে কএকটি কথা ময়নার কানের নিকট কহিয়া আপন শয়ন গৃহ মধ্যস্থিত হাতচাঙ্গির উপর হইতে ধুতি চাদর বাহির করিয়া আনিয়া ময়নাকে দেখাইল। আর যাহা পাইয়াছিল, তাহা আর দেখাইতে সাহসী হইল না। কারণ সে পাঁচ শত টাকার একটী তোড়া—টাকার তোড়া ধানের ডোলের মধ্যেই থাকিল। তাহা বাহির করিয়া ময়নাকে দেখাইতে কিছুতেই জকির সাহস হইল না। ময়না ধুতি চাদর দেখিয়া বলিল, "দেখ এ কাপড় তুমি কখনই পরিও না। লোকে দেখিলেই সন্দেহ করিবে। তুমি যে কথা বলিয়া সকলকে প্রবোধ দিবে তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। যে যেমন, তাহার আশাও তেমন। চক্ষুও তেমন—পসন্দও তেমন। নিশ্চয় লোকে একথা বলিবে যে, তুমি এ কাপড় চুরি করিয়া আনিয়াছ। না হয় তোমাকে কোন বড় লোক দিয়াছে। এ ধুতি চাদর কালী গঙ্গায় ফেলিয়া দেও। নয় পোড়াইয়া ফেল। আর ঘরে রাখিও না। আমার কথা শুন।—

জকি বড়ই দুঃখিত হইল। মনে করিয়াছিল, ময়না তাহার কার্য্যে যোগ দিবে—কত প্রশংসা করিবে। ধুতি চাদর দেখিয়াই এই কথা—পাঁচ শত টাকার কথা শুনিলেত আজ্ই আগুণ জ্বালাইয়া দিয়া ছারখার করিয়া দিবে। টাকার কথা না বলিয়াই ভালই করিয়াছি। জকি মনে মনে এই কথা কহিয়া ময়নার সম্মুখ হইতে ধুতি, চাদর উঠাইয়া লইয়া গেল। একটুকু পরে আসিয়া বলিল যে, আর সুন্দরপুর যাইব না।

কুটুম্ব স্বজনের বাড়ী যাওয়া আসায় দোষ কি? তবে ঘন ঘন যাওয়াটা ভাল দেখায় না—আদরও থাকে না। মুখে কিছু না বলুক, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হয়। আমি যাইতে বারণ করি না, মাসেক দুমাস পরে কুটুম্ব বাড়ী যাওয়াই ভাল।

"না আমি আর সে বাড়ীতেই আর যাইব না। সুন্দরপুর গ্রামেই আর যাইব না। সেখানে আমার কোনই কাজ নাই"।

ময়না কাতর স্বরে বলিতে লাগিল। দেখ আমার পেটের বেদনা আজ বড়ই বেশী হইয়াছে। সাহেবের নিকট হইতে যদি একটু ঔষধ চাহিয়া আনিয়া দিতে তাহা হইলে বাঁচিতাম, কত লোককে তিনি ঔষধ দেন। তুমি চাহিলেই ঔষধ দিবেন।

জকি সুন্দরপুরে না যাইয়া কুঠীতে চলিয়া গেল। ময়না মাটিতে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা কি? স্বামীর সহিত সময় সময় দেখা হয়, কিন্তু বিবাদ, বিসম্বাদ, বিচ্ছেদ, মিলন কিছুই নাই। স্বপত্নী আছে, তাহার সহিতেও মনবাদ নাই। ময়নাই ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে বিবাহ দিয়াছে। স্বপত্নী ঘরে আনিয়াছে। এক দিনের জন্যও স্বপত্নী সহিত বাদ বিবাদ হয় নাই। অন্ন বস্ত্রে ময়নার কোন বিষয়ে কষ্ট নাই। তাহার আচ-রণে, কথাবার্ত্তায় প্রতিবাসী গ্রামস্থ লোক সকলে এক মুখে ভাল বলে। এবং ভাল বাসে। প্রতিবাসিনীর মধ্যে একজন বয়োধিকা স্ত্রীর সহিতে ময়নার বিশেষ আলাপ ছিল। সে সর্ব্বদাই ময়নার নিকট কথাবর্ত্তা কহিত, হাসি তামাসাও করিত। ময়নার পীড়ার কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়া বলিল।—

"কি হয়েছে? দিন দিন যে একেবারেই সারা হইতেছ? আগেত ভালই ছিলে,—৫।৬ মাস মধ্যে তোমার ভাব অনেক বদল্ হইয়াছে। আবার আজ্ কএকদিন হইতে ত একেবারেই যাচ্ছেতাই দেখিতেছি। ক্রমেই যে সারা হলে? কথাটা কি বলত?"

ময়না কোন উত্তর করিল না। কিন্তু চক্ষু দুটী জলে পরিপূর্ণ হইল। চক্ষু জল সম্বরণ করিতে ক্ষমতা হইল না। দুই এক ফোঁটা মাটিতে পড়িল। অবলা নিঃস্বহায়ার চক্ষুর জল মাটিতে পড়িয়া মাটি ভিজাইল। পরে বলিল "আমার কিছু হয় নাই। কোন পীড়াই আমার শরীরে নাই। তবে বলবে

এভাব কেন? সতীনের জ্বালায় জ্বলিতেছি—তাহাও নহে। সে সতীনত আমিই আনিয়াছি—এ সংসারে আমিই কর্ত্তা, আমার হাতেই সকল, কিছু-তেই আমার দুঃখ নাই। অথচ এ জগতে আমার আর সুখ নাই। আমার মনের কথা মনেই রহিল।"

"বোন্! অনেক দিন হ'তে ইচ্ছা একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু সময় পাই নাই। তোমার সম্মুখে কেহ বলে না। ভেঙ্গে চুরে খোলাসা করেও কেহ বলিতে সাহসী হয় না। আকার ইঙ্গিতে অনেকেই অনেক কথা বলে। ভাই জকির সহিত তুমি কথা বল না। সে তোমার ঘরে আসে না। এ কথাটা প্রকাশ্যই সকলে বলে।—পুরুষ বাঁজা হইলে দশটী বিয়ে করিলেও ছেলে পেলে হয় না। এ কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে। কিন্তু তোমার মুখের ভাব, শরীরের অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা বলে। কিন্তু মুখ ফুটে কেহই কিছু বলিতে সাহস পায় না। একটু ঘাৎ রাখিয়া দেয় যে, হলেই দেখা যাইবে।"

ময়না নিরব—কিন্তু চক্ষের জলে মাটি ভিজিতেছে।

প্রতিবাসিনী পুনরায় বলিল, কান্দ কেন? সকলই কপালের লেখা। ময়না অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, বোন্ আমি সকলকেই চিনিয়াছি। বিশেষ করিয়া স্বামীকে চিনিয়াছি। স্বামী—আপন স্বামী—হায়!

জকি ঔষধের শিশি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, সাহেব ঔষধ দিয়াছেন।

প্রতিবাসিনী বলিল—কিসের ঔষধ?

ময়না বলিল—বেদনার ঔষধ।

জকি শিশি রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইবার জন্য ভারি ব্যস্ত হইল। সাহেব বলিয়াছেন তোমার স্ত্রীর হাতে ঔষধ দিও। তুমি খাওয়াইও না। এ কথাটা বলিতে তখন জকির সাহস হইল না। কারণ সম্মুখে পাড়ার একটী স্ত্রীলোক। কিসে ঔষধ খাওয়াইবে, এই কথাই বার বার বলিতে লাগিল।

ময়না বলিল ঔষধ দেও খাই। ব্যস্ত হইতেছ কেন?

জকি বলিল—নানা ব্যস্ত কি। তা—না—ঔষধ খাও। এখনই বেদনা সারিয়া যাইবে।

ময়না বলিল—"দেও—তুমিই হাতে করিয়া দেও খাইতেছি।"

জকি—তা আচ্ছা দিই ; খাও বলিয়া শিশির সমুদায় ঔষধ ময়নার মুখে ঢালিয়া দিয়া জকি নিস্তার পাইল। ঔষধ গলাধ করিতে ময়নার মহা কষ্ট হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না।

জকি ঔষধ খাওয়াইয়া বলিল যে, সাহেব জল দিয়া মিশাইয়া খাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাত হইল না। সে কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাড়াতাড়ি ঘটি আনিয়া ময়নার সম্মুখে রাখিয়া দিল। ময়না জল পান করিল না। জকি শিশিটী লইয়া বার বার দেখিতে লাগিল, এবং শিশির গলায়সূতা বাঁধিয়া ঘরের বেড়ায় ঝুলাইয়া রাখিল। এবং তামাক খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হুঁক-কল্‌কে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। প্রতিবাসিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল বোন্! কিসের বেদনা?

ময়না একটু স্থির হইয়া বলিল—বেদনা আমার মাথা আর মুণ্ডু!

জকি কলিকায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিতে লাগিল—সাহেব বলিয়া দিয়াছেন যে, ঔষধ খাওয়াইলে কিছুক্ষণ পর কি ভাব হয়, বেদনা কমে কি বাড়ে, আসিয়া বলিও।

প্রতিবাসিনী বলিল—বোন্ আমি এক্ষণে যাই, বাড়ীর কাজ কাম অনেক বাকী আছে। আবার আসিয়া দেখিয়া যাইব। প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। ময়না যেখানে ঔষধ খাইল, সেই খানেই বসিয়া রহিল। ক্রমে পেটমধ্যে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল। কয়েকবার উঠিয়া ঘরের কাণাচি গিয়া শেষে একেবারে অচল হইয়া পড়িল। সপত্নী ব্রজ বাড়ীর অনেক কথাই জানিত। ময়নাকে ধরিয়া কয়েকবার কাণাচি লইয়া গেল। শেষে ময়না অস্থির হইয়া পড়িল। কাপড় অসামাল হইল। জকি সাহেবের নিকট সংবাদ দিতে দৌড়িয়া ছুটিল। বাঁচিবার ভরসা নাই, চক্ষু ঘোর হইয়া আসিতে লাগিল, সপত্নী ব্রজের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল—"বোন্! আমি যে, ঔষধ খাইয়াছি কেন ; তাহা তুমি বোধ হয় জান? যে জন্য ঔষধ খাওয়া তাহা অপেক্ষা মরণই ভাল। আমার স্বামী বর্ত্তমান। ঐ ঔষধের পরিমাণের বেশী আমি খাইয়াছি। যিনি ঔষধ দিয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিয়াছিলেন, বড় ভয়ানক ঔষধ। যাহা দিব তাহার চারি ভাগের এক ভাগ চারি গুণ জলে মিশাইয়া খাইবে। যদি

তাহাতে না হয়, তবে সে দিন আর খাইবে না। তার পর দিন আবার ঐ পরিমাণ ঔষধ আট গুণ জলে মিশাইয়া খাইও। এই ছিল ঔষধের ব্যবস্থা। সেই ঔষধের ব্যবহার-নিয়ম জানিয়াও যে অকাতরে শিশির সমুদয় ঔষধ বিনা জলে পেটে ঢালিলাম কেন? মরিব বলিয়া। আমার বাঁচিবার সাধ নাই। আমি অনেক দিন হইতে মরিয়া রহিয়াছি।

বোন্ তুমি তোমার স্বামীকে চিনিতে পার নাই, আমি অনেক দিন হইতে চিনিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেককে চিনিতে পারিয়াছি। ইহার বিচার অবশ্যই এক দিন হইবে। যিনি সকলের বিচারের মালীক, তাঁহার হাতে এক দিন পড়িতেই হইবে। কথা অনেক কিন্তু বলিবার সাধ্য নাই। বোন্ একটা কথা বলি—তোমার স্বামীকে তুমি কখনই বিশ্বাস করিও না। তিনি না করিতে পারেন, এমন কোন কার্য্য দুনিয়ায়ই নাই। মানুষে যাহা কখনই করিতে পারে না, তিনি তাহা টাকার লোভে অনায়াসে করিতে পারেন। পারেন ত পরের কথা—করিয়াছেন। আর কি বল্‌বো বোন! আর কি বল্‌বো! ঐ যে ধুতি চাদর দেখিয়াছ, নিশ্চয়ই জানিও ঐ ধুতি চাদরেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ঐ কাপড়েই তোমাদের যথা সর্ব্বস্ব যাইবে। প্রাণ যাইতেও বড় আশ্চর্য্য নাই। আগেই বলিয়াছি, তোমার স্বামী টাকা পেলে না পারে, দুনিয়ায় এমন কোন কু-কাজই নাই। ১ম লোভ ধুতি চাদর তার পর যে লোভ আছে সে লোভ তোমার স্বামী—কখনই সামলাইতে পারিবে না।

আমিত চলিলাম, তুমি যদি বাঁচিয়া থাক তবে দেখিবে তোমার স্বামীর কি দুর্দ্দশা ঘটে। বোন্ "তোমার স্বামী" বলিলাম বলিয়া মনে কোন দুঃখ করিও না। মনের কথা চিরকাল মনেই রাখিয়াছি। এখন আর কেন? আমি ইচ্ছা করিয়াই শিশির সমুদয় ঔষধ খাইয়াছি। খাইলাম কেন? আপন প্রাণ আপন হাতে বাহির করিলাম। তাহা বলিব না। ময়নার মন জানে, আ[illegible]ই পাক পরওয়ার দেগার জানেন।

এক দিক স্বামী, অন্য দিকে দুরন্ত বাঘ! বাঘ হা করিয়া ধরিতে আসিল, স্বামী রক্ষা না করিয়া, আরও বাঘের মুখে ধরিয়া দিল। আর বাঁচি কি করিয়া, যাই কোথা—কে রক্ষা করে? খোদায় আছেন জানি, তিনি সক-

লের রক্ষক তাও লোকের মুখেই শুনি! সেও হতভাগিনীকেত রক্ষা করিলেন না!—আর শক্তি নাই—কথা কহিবার আর শক্তি নাই। উহু! স্বামীর এই কার্য্য! জকির মুখ আর দেখিব না বলিয়া ময়নার দুটী চক্ষু একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ব্রজ দুই তিনটী অস্ফুট কথা শুনিল মাত্র। নির্দ্দয় স্বামী! নির্দ্দয় ইংরেজ!—মুখের কথা মুখেই রহিল। ময়নার প্রাণ বায়ু কোন্ পথে কোথায় চলিয়া গেল ব্রজ তাহার কিছুই দেখিতে পারিল না। নিরবে কান্দা ভিন্ন ব্রজের আর কি ক্ষমতা আছে?—কান্দিতে লাগিল।

জকি সাহেব নিকট পীড়ার অবস্থা জানাইতে গিয়াছিল, উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সাহেব কত দুঃখ করিতেছেন। আমাকে মারিতে তাড়া দিয়াছেন। আর পাছা থাবড়াইয়া বলিতেছেন "ও ম্যান—তুম ক্যা কিয়া"—। অবুধে জল দেই নাই, আর সমুদয় ঔষধ খাওয়াইয়াছি শুনিয়া কনি আঙ্গুল দাঁতে কাটিতেছেন। সাহেব মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। এখন কেমন? ময়নার নাকে মুখে হাত দিয়া দেখিয়া জকি মাথায় ঘা মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। ব্রজের কান্না তখন একটু বাড়িল। প্রতিবাসীরা যে যেখানে ছিল ছুটছুটী করিয়া ব্রজের কান্নার সহিত যোগ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া ফেলিল। জকি প্রতিবাসীদের সাহায্যে ময়নার অন্ত্যেষ্টি ক্রীয়ার জোগাড় করিয়া তাড়াতাড়ী ময়নার ঘরের জিনিস পত্র বাক্স পেটারায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

জন্ম ভূমি।

জন্ম ভূমি কাহার না আদরের? উপমা রহিত কাহার না ভাল বাসাস্থান? জন্ম ভূমির জন্য কেনা লালায়ীত? বহুদিন পরে প্রবাসী দেশে আসিলে তার মনে কতই সুখ! কতই আনন্দ! মিসেস্ কেনীর মন কিরূপ তাহা জানি না। বাঙ্গলার কাল মুখের ভাব এবং খোলা বুকের ভিতরের খবর বুঝিয়া উঠাই দুঃসাধ্য। তাহাতে সেই ধব্‌ধবে সাদা মুখের হাব ভাব, সাদা চক্ষের

চাউনির আভাবে, এবং আটা সাটা সাত প্রকার কাপড়ে ঢাকা—সাদা চর্ম্ম, সাদা অস্থি জড়িত—সাদা কি কাল ঈশ্বর জানেন—কোমল কি কঠিন ভগবান জানেন, সে মনের ভাব বুঝিয়া ব্যক্ত করা উদাসীন পথিকের সাধ্য নহে। জন্ম ভূমি পশুরাও ভালবাসে, পক্ষীরাও ভাল চেনে, কীট পতঙ্গ ক্ষুদ্র প্রাণীরাও বোধ হয় হঠাৎ ভুলিয়া যায় না। আপন আপন বাসস্থান, বাসা, কোটর, গর্ত্ত, অগাধ জলে, অনায়াসে চিনিয়া যাওয়া আসা করে। সীমা বিশিষ্ট জ্ঞানের ভালবাসাই চেনা, এবং আপন আপন স্থানে সময় মত চিনিয়া যাওয়া।

মিসেস্ কেনী জন্ম ভূমিতে পা রাখিয়াই যেন বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ দুহাত তুলিয়া, ঘাড় নোওয়াইয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া দস্তুর মত সেলাম বাজায় না। সরিয়াও দাঁড়ায় না। গা ঘেঁসিয়াই যাতায়াত করে। মান মর্য্যদার নাম নাই। খানসামা নাই, বেরা নাই, বাবুরচি নাই, সর্দ্দার বেরা নাই, বয় (boy) নাই। সমুদয় কাজ নিজে করিতে হয়। ইস্তক রন্ধন লাগাএদ শয্যা, তাহার পরেও ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা নিজের মল মূত্র নিজেই পরিস্কার—চিঠি খানা দিতে হইলেও ডাক ঘরে নিজে যাইতে হয়। হুকুমের তাবে কেহই খাটে না। একে বলিতে দশ জন আসিয়া উপস্থিত হয় না। অন্যায় হুকুম কেহই শুনে না। ভদ্রতা ব্যবহারে কার্য্য লইতে হয়, কথা বলিতে হয়। সকলের সহিত নম্রতা, এবং ভদ্রতা ব্যবহার না করিলে বড়ই অপদস্থ হইতে হয়। চক্ষু রাঙাইয়া, সাদা মুখ বাঁকা করিয়া কার্য্য লওয়া দূরে থাকুক, প্রতি কার্য্যে ধন্যবাদ না দিলে, অসভ্য জঙ্গলী বলিয়া বেতন ভোগী কার্য্যকারকেরাও উপেক্ষা করে। নির্দ্ধারিত এবং নিয়মিত কার্য্য সময়েই একটু নরম্ বোধ হয়। তাহার পরেই যেন অন্য ভাব। খাওয়া দাওয়াতেও অসুখের এক শেষ। মুরগী মেলে না। আণ্ডা পাওয়া যায় না। তরকারীও তথৈবচ। পাওয়া যে না যায় তাহা নহে। দাম কত? সে দামের কথা হঠাৎ শুনিলে, সোনার ভারতের কথা মনে পড়ে। এই প্রকারে, মিসেস্ কেনী তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট ভারতের কাহিনী লইয়া বসিয়াছেন। মিসেস্ কেনী আর বলিতেছেন,—এমন প্রভুভক্ত দেশ কোথায়ও নাই, আমার বোধ হয় জগতে নাই। চাকরে মনিবে কি সম্বন্ধ, রাজা প্রজায় কি সমন্ধ, তাহা ভারত বাসীরাই জানে। সে কথা আর কি বলিব।

আমাদিগকে দেব দেবীর ন্যায় পূজাকরে। রাস্তা ঘাটে দেখিলে সেলাম বাজাইয়া পঞ্চাশ হাত সরিয়া যায়। দিবারাত্র খাটুনী—চাকর হইলেই যেন সে চিরকালের জন্য বাঁধা পড়িল। সর্ব্বদা প্রস্তুত, সর্ব্বদা জোড়হাত। মার কাট কথাটী মুখে নাই। যতইচ্ছা মাথায় বোঝা চাপাও, আহা কি উহু! শব্দটী মুখে নাই। যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লও কিছুই বলিবে না। যেমন অবোধ, তেমনই সরল। আর কত বলিব। যাহা ইচ্ছা তাহা কর, সৌভাগ্য জ্ঞানে সহ্য করিবে, কত সাহেব শীকার করিতে যাইয়া, মানুষ শীকার করিয়া বসেন, কিছুই হয় না। ক্রোধবসে এড়ির গুতোয় পিলে ফাটাইয়া দেন, চুঁ শব্দটী মুখে আনে না। টাকা লইতে ইচ্ছা হইল, হুকুম জারী করিয়া দেও অমনি আদায়। আমাদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, রূপা বলিয়া দস্তা হাতে দেও, মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। এমনই ভক্তি যে আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়া আমাদিগকেই কায়মনে পূজা করে, মনের সহিত সেবা করে। তাহারা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, এ দেশের ছাইভস্ম জিনিস দেখিয়া—ভুলিয়া সকলই আমাদিগকে দেয়। এই আমি যে খণ্ডে বাস করি, সমুদয় ক্ষমতা আমার হস্তে—আমি ইচ্ছা করিলে কিনা করিতে পারি। পরিশ্রম তাহাদের, ভোগ আমাদের। এমনই সরল, এমনই সাধু যে, সর্ব্বস্ব দিয়াও আমাদের খাতির রাখে, মন যোগায়। হায়! হায়! অমন সোনার দেশ কি আর আছে? আমার এত কষ্ট হইতেছে যে, এক মুখে তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। খাওয়া দাওয়ার সুখইবা কত! দান দাতব্যের ঘটাইবা কত! আদর অভ্যর্থনার ধুমইবা কত। সকলেরই বাড়ী ঘর দোর আছে, খাইবার সংস্থা আছে। সাত পুরুষ দূরে থাকুক একজীবনের মধ্যে ৬০ দিনও কেহ গাছ তলায় বাস করে না। ভাড়া দিয়াও পরের ঘরে নিদ্রা যায় না। যেমনই হউক, থাকিবার শুইবার ঘর সকলেরই আছে। ছল, চাতুরী, জুয়াচুরী জানে না। মিথ্যা ভান করিয়া কাহারও সম্পত্তি হরণের কেহ চেষ্টা করে না। তবে যাহারা পাওনাদার, তাহারাই দাবী করে, মামলা মকদ্দমাও হয়। সে বিচারও আমরাই করিয়া থাকি। বিচার দরুন নজর সেলামী টাকা লই। তাহাদেরই দেশ, তাহদেরই টাকা, তাহাদেরই সম্পত্তি,—মজা করি আমরা। এমন সুখ কি আর কোথাও আছে? ✓

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

মীর সাহেবের নৌকাযাত্রা।

পূর্ব্ব কথা অনুসারে মীর সাহেব এক্ষণে সিরাজগঞ্জের অধীন সৌনী গ্রামে ভগ্নীর বাটীতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নিকটেই গৌরী নদী, গৌরী নদী হইয়া ধুমাকলের নৌকা (ষ্টীমার) প্রায়ই উজান ভাটী যাতায়াত করে। কিন্তু কোথায় যায়, কোথা হইতে আইসে তাহার খোঁজ খবর কেহই রাখেন না। সকলের মনেই বিশ্বাস যে, সাহেবলোক না হইলে, ধুমাকলের নৌকায় দেশী লোকের চড়িবার অধিকার নাই। সাহস করিয়া সে সময় ষ্টীমারে চড়িতেও কেহ ইচ্ছা করে নাই।

নদী গর্ভে দপ দপ শব্দ হইলে, এবং আকাশে ধুঁয়া দেখিলেই তীরস্থ গ্রামবাসীরা আপন আপন কর্ম্ম ফেলিয়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং চল্‌তি ষ্টীমার দেখিয়াই চক্ষু জুড়াইত। নদী তীরে যে যে স্থানে পাথুরিয়া কয়লার আড্ডা, সেই সেই স্থানে ষ্টীমার লাগাইয়া কয়লা লইয়াই চলিয়া যাইত। কোন আরোহী কি বাঙ্গালীর মালামাল লইত না। কেহ মাল দিতেও প্রস্তুত হইত না। কোম্পানীর কার্য্যই করিত, মালামাল যাহা কিছু আমদানী রপ্তানী হইত সে কুঠীয়াল নীলকরের একচাটিয়া।

মীর সাহেব নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জ যাইতেছেন। বিছানা বালিশ, খাদ্যসামগ্রীর ভার, ভারে ভারে দাঁড়ী মাঝিরা এবং কুলী মজুরেরা নৌকায় তুলিতেছে। বাবরচিখানা নৌকায়—জ্বালানী কাষ্ট, বাউলী, বঠী, হাতা, তামার পাতিল ঝাঁকা বোঝাই করিয়া উঠাইতেছে। বসীরুদ্দীন নিজের কাপড়ের গাঁঠরী, সেতার, তবলা ইত্যাদি বাহকের মাথায় দিয়া নৌকায় উঠাইতেছেন, পাশা খেলার কোট, গুটী আপন হাতে রাখিয়াছেন।

সা গোলাম, দেবীপ্রসাদ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী, দুই চারি জন প্রতিবাসী মীর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে নৌকা পর্য্যন্ত যাইতেছেন। সা গোলামের মুখে কথা নাই। বড়ই দুঃখিত, বড়ই চিন্তিত! এত চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হইল না, অছিয়তনামা হাতে আসিল না। কি হইল?

শেষে কি হইবে? এই চিন্তাতেই একবারে সারা হইতেছেন। আহার বিহারে, সাংসারিক কার্য্যে কিছুতেই মন নাই—কিছুতেই আরাম নাই, বড়ই উদ্বিগ্ন—চিন্তার সহিত উদ্বিগ্ন! অছিয়তনামা নিশ্চয়ই মীরসাহেবের হাত বাক্সে আছে, এইটী তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। এইত হাতছাড়া হইল। এইত চলিয়া গেল। আর কি হইবে সকল আসায় ছাই পড়িল। ঐত এখনই হাত বাক্স হাত ছাড়া হইয়া চলিল। উপায় কি? মনের আশা মনেই মিটিয়া গেল। মধ্যখানে কতকগুলি কথা দেবীপ্রসাদের কানে গেল। একবার মনে করিলেন, হাতবাক্সটা চাকরের হাত হইতে কাড়িয়া লই। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আবার ভাবিলেন যদি এ বাক্সেও না থাকে, তবে আরও বিপদ। এত কালের পরিশ্রম, চিন্তা সকলই মাটি। সাত পাঁচ ভাবিয়া বড়ই দুঃখিতভাবে সকলের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে লাগিলেন।

মীর সাহেব গৌরী তটে যাইয়া নৌকায় না উঠিয়া জলের কিনারায় দাঁড়াইলেন। সঙ্গীরাও দাঁড়াইল। সা গোলামকে দুঃখিত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—বাপু! চিন্তা কি? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আমিত আর চিরকালের জন্য যাইতেছি না যে, এত দুঃখিত হইয়াছ। বিষয়াদি, বাড়ী, ঘর, পরিবার সকলই থাকিল। আপন কাজ কর্ম্ম দেখিয়া করিবে। ঈশ্বর ইচ্ছায় কোন বিষয়ে ভাবনা চিন্তার কারণ থাকিল না। মধ্যে মধ্যে কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করিও। কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, তিনি যেরূপ উপদেশ দেন, সেইরূপ করিবে। সাবধান! কেনীর সহিত কোন বিষয় গোলযোগ না হয়। সাবধান! লোকের কথায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইও না। এই প্রকার নানা কথা বলিয়া, সা গোলামের মাথায় মুখে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মীর সাহেব বিদায় হইলেন। সকলেই মাথা নোয়াইয়া সেলাম বাজাইল। নৌকার সিঁড়ীর উপর উঠিতেই কি কথা মনে হইয়া হাতবাক্স আনিতে অনুমতি করিলেন। বাক্স খুলিয়া একখানা জড়ান কাগজ বাহির করিয়া, সা গোলামকে বলিলেন—আমি নৌকা-পথে যাইতেছি। পদ্মা, জমুনা হইয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। এই দলিলখানীই মূল। ইহাই আমাদের সর্ব্বস্বধন! আমার পিতার কৃত "অছিয়তনামা" এই দলীলখানি বড় দরকারী এবং আবশ্যকীয় দলীল—

হারাইলেই সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে। কারণ এ সম্পত্তির শত্রু অনেক। আর আর যত দলীল আপনাকে দিয়াছি, সকলের অপেক্ষা এখানি অধিক সাবধানে ও যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। জলের উপর যাওয়া, এ সকল দলীল বাটীতে সাবধানে থাকাই ভাল। বাপু সাবধানের মার নাই। আমি বহু যত্নে দলীলখানি সর্ব্বদা আপন কাছে রাখিতাম; তুমিও যত্নেই রাখিবে। বিশেষ সাবধানে রাখিবে বলিয়া অছিয়তনামা সা গোলামের হাতে দিলেন।

সা গোলাম অছিয়তনামা হাতে পাইয়া একবারে আত্মবিস্মৃত হইলেন। যা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই তাহাই ঘটিল। যাহার জন্য এত চক্র, যে দলীল হস্তগত করিবার জন্য দুগ্ধে বিষদান, কবিরাজের সহিত ষড়যন্ত্র, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, আজ তাঁহার ভাগ্যে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকেই বিশ্বাসী পাত্র করিয়া মীর সাহেবের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে মীর সাহেবহস্তেই অছিয়তনামা সা গোলামের হস্তগত হইল। কি আশ্চর্য্য! ঘটনাস্রোত নিবারণ করে সাধ্য কার! বিধির নির্ব্বন্ধ ঘুচাইতে ক্ষমতা কার। আত্মবিস্মৃতে শ্বশুরকে প্রণাম করিতেও সা গোলামের মনে হইল না। মীর সাহেব নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা লগি উঠাইয়া "দরিয়া গাজী পাঁচ পীর বদর বদর" বলিতে বলিতে নৌকা জলে ভাসাইয়া দিল। সুবাতাস পাইয়া দাঁড়ীরা আর গুণ টানিতে নামিল না। পাইল খাটাইয়া মনের আনন্দে যাইতে লাগিল। নৌকা গৌরীর জলে, গা ভাসাইয়া বায়ুসহযোগে স্রোত অতিক্রম করিয়া উজানমুখে ছুটিয়া চলিল। মীর সাহেব জলে ভাসিলেন। চিরকালের মত জলে ভাসিলেন।

ষোড়শ তরঙ্গ।

গারদের কএদী।

ছয় মাস যায় পেটে অন্ন নাই, তবে বাঁচে কিসে? প্রাতে প্রতিজন এক সের ধান পায়। সেই ধান হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাল বাহির করে। সেই চাল আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটী জল ইহাই মালখানার কএদীর আহারের ব্যবস্থা। কেনীর গারদ বড়ই কঠিন স্থান। যাহার ভাগ্যে সে গারদবাসের

অবসর হয় তাহার জীবনে সংশয়। পাঁড়ে, দোবে, চোবের অত্যাচারে, অর্থ-পিশাচদিগের অমানুষিক ব্যবহারে প্রাণ আর বাঁচে না। তবে যাহার আত্মীয় স্বজন আছে, দুটাকা সেলামী—গারদ-সেলামী দিবার সাধ্য আছে, তাহার পক্ষে দুই এক দিন একটু নরমে যায়। তাহার পরেই হাড় ভাজা ভাজা হয়। প্রাণ যাই যাই করে। মানুষের কঠিন প্রাণ—বিশেষ বিপদগ্রস্থ, বিপদাপন্ন ব্যক্তির কষ্টের জীবন। সহজে প্রাণ বাহির হয় না। তাহাতেই কেনীর গারদের কএদী,—কাজী সমসের আলী এবং তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণের প্রাণ আজপর্য্যন্ত বাহির হইয়া সংসারচক্রের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পায় নাই হায়! কি দুঃখের কথা! বিনাপরাধে কএদ। পৈত্রিক সম্পত্তি লিখিয়া দে নাই, তাহাতেই এই বিপদ—গারদে আবদ্ধ। দ্বারে দ্বারে খাড়া পাহারা হায়! কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে? কোন্ হাতে, কোন্ কলমে, কো কালীতে, কোন্ কাগজে লিখিয়া দিবে? পৈত্রিক সম্পত্তি, যাহার আয়ে প্রতি নির্ভর করিয়া কত জনার প্রাণ বাঁচিতেছে। কত বিধবার, জাতি, ধর্ম্ম রক্ষা পাইতেছে। কত পিতৃহীন বালকের এক মুঠ ডাল ভাতের সংস্থান রহিয়াছে। কত পুত্রহীনা বৃদ্ধার জীবনোপায়ের উপায় রহিয়াছে। কোন্ প্রাণে বিনা পণে লিখিয়া দিবে? আবার প্রাণেও আর সহ্য হয় না। কষ্টের দিন শীঘ্র যায় না। সে রজনী শীঘ্র প্রভাত হয় না। এ সকল সহিয়াও সমসের আলী ভ্রাতষ্পুত্রগণ সহ আজ ছয় মাস বন্দী। সেই যে বসন পরিয়া শয়ন করিয়াছিল, সেই যে বিছানা হইতে হাত পা বান্ধিয়া, নিশীযোগে ডাকাতের ন্যায় কেনীর লাঠীয়াল সমসের আলীর বাড়ীতে পড়িয়া, শয়নঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া কুঠিতে আনিয়াছে। ভ্রাতষ্পুত্রগণ বৃদ্ধ খুড়ার উদ্ধার হেতু কুঠীতে ইচ্ছা পূর্ব্বক আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, ফাঁদে আটকিয়াছে, গারদখানায় নীত হইয়া বৃদ্ধ খুড়ার সহিত যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতেছে। ক্ষৌরী-কার্য্য নাই। চুল বাড়িয়াছে, হাত পায়ের নখ বাড়িয়া সেই এক বিশ্রী ভাব ধারণ করিয়াছে। চিন্তায়, ভাবনায়, পেটের জ্বালায় অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। যাহাদের বীরত্ব কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সেই সকল বীরবাহুগণ, বীরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অন্নাভাবে ক্ষীণকায় এবং হীনবল হইয়া জরাগ্রস্থ চিররোগীর ন্যায় গারদের মধ্যে পড়িয়া জীয়ন্ত মৃত্যুযাতনায় অস্থির হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে।

কে দেখে ? কে জিজ্ঞাসা করে? সূর্য্য অস্ত না হইলে আর দ্বার খোলা হয় না। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না। কাছে আসে না, একঘটী জল এগিয়ে দেয় না। খুড়—ভাইপোয়ে অতি ক্ষীণস্বরে কথাবার্ত্তা হইয়া সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আর কত কাল এভাবে থাকিব। সাহেব যে প্রকারে লিখা পড়া করিতে চাহে, দিয়া চল অন্য দেশে গিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করি। পরিবার প্রতিপালন করি। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। এ যন্ত্রণা আর প্রাণে সয়না। সম্পত্তির জন্যই যখন এত কষ্ট, তখন আর সে সম্পত্তিতে লাভ কি? বিপদসাগরের এক মাত্র কাণ্ডারীই নগদ অর্থ বা ভূসম্পত্তি। ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই সম্পত্তিই আমাদের কাল হইয়াছিল। সম্পত্তি ছিল বলিয়াই এত কষ্ট। পৈত্রিক বিষয় বিভব ছিল বলিয়াই আজ আমরা কেনীর গারদে। সন্ধ্যার পর দরজা খুলিবেই, একঘটী করিয়া জল দেওয়া,—ওটা একটা ভাণ মাত্র। দুবেলা দুবার দরজা খোলার কারণই এই যে, আমরা কোন কৌশলে পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করি, কি গারদে কএদী অবস্থাতেই থাকি; কি নূতন কোনরূপ ঘটনার মন্ত্রণা কি চেষ্টা করি। অবশ্যই দরজা খুলিবে সেই সময় বলিয়া দিব যে, আমরা আমাদের বিষয়াদি বাড়ী ঘর সমুদয় লিখিয়া দিতে রাজি আছি। আমাদিগকে কএদখানা হইতে বাহির কর। প্রাণ বাঁচাও।

সময় মত জীবন দাতার নিকট মনের কথা জানাইলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। অবশ্যই সে তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য করিয়াছে। প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রের নিকট বলিয়াছে। কোনই ফল হইল না। হরনাথ মিশ্র শম্ভু সান্যাল প্রভৃতি কার্য্যকারকগণ মহা অস্থির!—সপ্তাহ কাল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় না। কেনী শয়নকক্ষ হইতে আর নীচে নামিয়া আইসেন না, উপরেই থাকেন। কি ভাবে থাকেন, তাহা কাহারও জানিবার ক্ষমতা হয় না। যে কেনী সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সর্ব্বদা প্রস্তুত। মুহূর্ত্ত জন্যও সংসার ভুলে না। আজ সপ্তাহ কাল একবারে নিরব। আরদালী, চাপরাসী দ্বারা খবর পাঠান হইয়াছে, কোন উত্তর আইসে নাই। কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেনীর হুকুম "আমার বিনাদেশে আমার নিকট কেহ না আইসে।" সে আদেশ টালিয়া কার সাধ্য সে দিকে পা ধরে।